NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

মোদীকে চিঠি লিখে প্রশংসা দেশের প্রথম মহিলা রাষ্ট্রপতির

পৃঃ ৭

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

কলকাতা ১৬ এপ্রিল ২০২৬ ২ বৈশাখ ১৪৩৩ বৃহস্পতিবার উনবিংশ বর্ষ ৩০৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 16.04.2026, Vol.19, Issue No. 304, 8 Pages, Price 3.00

নববর্ষে বঙ্গবাসীকে শুভেচ্ছা মোদী-মমতার

পরিবর্তন চেয়ে চিঠিতে সওয়াল

নিজস্ব প্রতিবেদন: নববর্ষের প্রাক্কালে বঙ্গবাসীর উদ্দেশে চিঠি লিখে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তবে শুভেচ্ছার আবরণে স্পষ্ট রাজনৈতিক বার্তা, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনেই ভবিষ্যতের পথ নির্ধারণের আহ্বান।

এক্স হ্যান্ডল নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে দু'টি কার্ড পোস্ট করেছেন মোদী। বাংলা কার্ডটিতে তিনি লিখেছেন, 'শুভ নববর্ষ! পয়লা বৈশাখের বিশেষ দিনে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। প্রার্থনা করি আগামী বছরে আপনার সব কামনা পূরণ হোক। আনন্দ ও ভ্রাতৃত্বের চেতনা সদাবিরাজমান থাকুক। আপনার সুস্বাস্থ্য ও অনন্ত সুখ কামনা করি।' এখানেই শেষ না করে, বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে কুর্নিশ জানিয়েছেন মোদী। লিখেছেন, 'ভারতের সভ্যতার চেতনাকে গড়ে তোলা পশ্চিমবঙ্গের কালজয়ী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উদযাপনেরও এটি একটি উপলক্ষ।' ইংরেজি অনুবাদেও এই কার্ডটি পোস্ট করেছেন মোদী। ক্যাপশানে লিখেছেন 'শুভ নববর্ষ! পয়লা বৈশাখের শুভেচ্ছা'।

চিঠির সূচনায় ধর্মীয় আবেগের সুর ছুঁয়ে তিনি লিখেছেন, 'মা কালীর আশীর্বাদে বাংলার মানুষ নতুন উদ্দীপনায় এগিয়ে যাক।' কিন্তু তার পরেই তীব্র সমালোচনায় বর্তমান রাজ্য প্রশাসনকে আক্রমণ করেন। তাঁর কথায়, 'দীর্ঘদিন ধরে অপশাসন ও দুর্নীতির বোঝা বইতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে, যা তাদের অধিকার ও সম্মানকে আঘাত করেছে।'

নারী নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান ও সামাজিক সুরক্ষা, এই তিন ক্ষেত্রকে সামনে রেখে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তিনি। একইসঙ্গে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিয়ে দাবি, 'এমন এক বাংলা গড়তে চাই, যেখানে প্রত্যেকের মাথার উপর ছাদ থাকবে, যুবকদের কাজের জন্য বাইরে যেতে হবে না, আর মহিলারা নিরাপদ বোধ করবেন।'

রাজনৈতিক বার্তা আরও স্পষ্ট করে তিনি বলেন, 'এই নির্বাচন শুধু বর্তমানের জন্য নয়, আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে।' বিজেপির জয়ের বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী সুরে তাঁর মন্তব্য, 'বাংলার মানুষ এবার পরিবর্তনের পক্ষে রায় দেবে।'

সম্প্রীতি বার্তায় জবাবের শপথ

নিজস্ব প্রতিবেদন: পয়লা বৈশাখের সকালেই রাজনীতির পারদ চড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুভেচ্ছাবার্তার ভাঁজে ভাঁজে ঢুকিয়ে দিলেন এসআইআর-এর বিরুদ্ধে কড়া বার্তা।

এক্সে ভিডিও দিয়ে তিনি বলেন, 'কিছু অশুভ শক্তি এই বাংলাকে কলুষিত করতে উঠেপড়ে লেগেছে। মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নিচ্ছে দিল্লির জমিদাররা। মনে রাখবেন, এদের গণতান্ত্রিকভাবে জবাব দিতে হবে।' একইসঙ্গে ডাক দেন, 'আজকের এই শুভ দিনে আসুন আমরা সমবেতভাবে শপথ নিই, সবরকম সংকীর্ণতার দেওয়াল ভেঙে আমরা বেরিয়ে আসব। কোনও বিভেদকামী-স্বৈরাচারী শক্তি যেন আমাদের চিরকালীন শান্তি, ঐতিহ্যগত সম্প্রীতি আর সৌহার্দ্যের বন্ধন ছিন্ন করতে না পারে।'

রাজ্যের সরকারি প্রকল্পগুলির বার্তাও দিয়েছেন। পাশাপাশি রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রের বঞ্চনার কথাও উল্লেখ করেছেন। বিজেপি এজেন্সি দিয়ে বাংলায় জুলুম-অত্যাচার করছে, সেই বার্তাও দিয়েছেন। আগামী ২৩ ও ২৯ এপ্রিল রাজ্যের দু'দফায় বিধানসভা নির্বাচন। এসআইআরের কারণে বহু যোগ্য ভোটার নিজেদের ভোটাধিকার খুইয়েছেন বলে তৃণমূলের তরফে অভিযোগ। বিজেপির অঙ্গুলিহেলনে নির্বাচন কমিশন কাজ করছে বলে সরব হয়েছেন তৃণমূল নেত্রী। এদিনও সেই বিষয়কে উল্লেখ করেছেন মমতা। তিনি লেখেন, 'রাজ্যের তৃণমূল সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার পরও ১০৫ টি সামাজিক প্রকল্প করেছে। আগামী দিনে যাতে সমস্ত মানুষ ভাল থাকে সেটা দেখাই প্রধান টার্গেট। বিজেপি ভ্যানিশ ওয়াশিং মেশিন। সমস্ত এজেন্সি দিয়ে বাংলার ওপর জুলুম-অত্যাচার করছে। ভোটে যাদের নাম বাদ গিয়েছে তাদের মধ্যে অনেকের নাম তুলতে সুপ্রিম কোর্টে যেতে হয়েছে।'

তিনি আরও উল্লেখ করেছেন, 'মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নিচ্ছে দিল্লির জমিদাররা। মনে রাখবেন, এদের গণতান্ত্রিকভাবে জবাব দিতে হবে।' বিজেপিকে নিশানা করে বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বাংলায় সর্ব ধর্ম সমন্বয়, সৌহার্দ্যের বার্তা দিয়েছেন মমতা।

'প্যারালাল মেশিনারি' তৈরির নির্দেশ মমতার

পশ্চিম মেদিনীপুর: ভোটের আগে তৃণমূল কংগ্রেসের বুথ এজেন্টদের গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে খড়গপুরের সভা থেকে আশঙ্কা প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার খড়গপুর গ্রামীণের কৃষ্ণপুরে পিংলা বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী অজিত মাইতি এবং সবং বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী মানস ভুঁইয়ার সমর্থনে জনসভা করেন তিনি। একই সঙ্গে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের 'প্যারালাল মেশিনারি' তৈরি রাখার নির্দেশও দেন।

মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, কেন্দ্র থেকে আসা বিভিন্ন তদন্তকারী সংস্থা ও প্রশাসনিক আধিকারিকদের দিয়ে তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। তিনি বলেন, 'একজনকে গ্রেপ্তার করলে আর একজনকে দায়িত্ব নিতে হবে। সংগঠনকে শক্তিশালী রাখতে বিকল্প ব্যবস্থা তৈরি রাখতে হবে।'

সভা থেকে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি' প্রসঙ্গে বিহার ও বাংলার মধ্যে ভিন্নতার অভিযোগ তুলে মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্ন তোলেন, এক রাজ্যে যা নেই, অন্য রাজ্যে তা প্রয়োগ করা হচ্ছে কেন? কমিশনকে জবাব দিতে হবে। বিজেপিকে আক্রমণ করে তাঁর দাবি, বাংলায় ক্ষমতা দখলের জন্য বিজেপি 'বাড়াবাড়ি' করছে, কিন্তু কোনওদিনই তা সম্ভব হবে না। ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের কাজ শুরু হয়েছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

জনসভা থেকে ভোটারদের উদ্দেশে তিনি বলেন, নিজেদের অধিকার, ভাষা ও পরিচয় রক্ষার জন্য এবার ভোট দিতে হবে। বিশেষ করে মহিলা ভোটারদের উদ্দেশ্যে তাঁর আহ্বান, ভোটে বাধা এলে তার প্রতিবাদ করতে হবে। এছাড়াও, বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাংলার শ্রমিকদের উপর নির্যাতনের অভিযোগ তুলে মমতা বলেন, বাংলা ভাষায় কথা বলার জন্যও সেখানে হেনস্তার শিকার হতে হচ্ছে অনেককে।

শেষে তিনি দলীয় কর্মী-সমর্থকদের সতর্ক করে বলেন, 'ভুল করেও অন্য কোনও দলকে ভোট দেবেন না।'

ভূমিপুত্রই মুখ্যমন্ত্রী, আশ্বাসবার্তা শাহের

নিজস্ব প্রতিবেদন: নববর্ষের সকালেও থামেনি প্রচারের দামামা। বছরের প্রথম দিনেই উত্তরবঙ্গে জোড়া সভা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। প্রতিশ্রুতি আর হুঁশিয়ারি, দুইয়ের মিশেলে জমে উঠল রাজনীতির ময়দান।

কোচবিহারের মঞ্চ থেকে তিনি ঘোষণা করলেন, 'আমরা ক্ষমতায় এলে রাজবংশী ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তপসিলে স্থান দেওয়া হবে।' এই বার্তা ঘিরে উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে শুরু হয়েছে নতুন চর্চা।

একই দিনে ফালাকাটার জনসভায় তাঁর কণ্ঠে উঠল পাল্টা সুর। শাসকদলের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বলেন, ''মমতা বলে বেড়াচ্ছেন যে বাংলা চালাবে বিজেপির বাইরের লোক। ডাহা মিথ্যা। আমি আপনাদের বলে যাচ্ছি, এ রাজ্যে বিজেপি সরকার গড়লে, মুখ্যমন্ত্রী হবেন বাংলার ভূমিপুত্রই। তবে কারও 'ভাইপো' না।''

অন্যদিকে, নববর্ষে পাহাড়ে নামতে না পেরে মালদহ থেকেই ভিডিয়োবার্তায় দার্জিলিংবাসীকে বার্তা দেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বুধবার লেবংয়ের সভা বাতিল হলেও থামল না আক্রমণ।

দার্জিলিং ও কার্শিয়াং কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থীদের হয়ে সওয়াল করে শাহ বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার পাহাড়ে যে পুলিশি শাসন চালাচ্ছে, বিজেপি ক্ষমতায় এলে তা সমূলে বিনাশ করা হবে। গোর্খাদের ওপর হওয়া অন্যায়ের বিচার হবে।'

গোর্খা সমস্যার জট না খোলার দায় তিনি সরাসরি চাপালেন রাজ্যের ঘাড়ে। তাঁর দাবি, 'গত দেড় বছরে আমি তিনবার পাহাড়ের সমস্যা নিয়ে বৈঠকের কথা বলেছি। কিন্তু মমতা নিজে তো আসেনইনি, এমনকি তাঁর কোনও প্রতিনিধিকেও দিল্লিতে পাঠাননি।' শাহের অভিযোগ, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চান না গোর্খারা শান্তিতে থাকুক বা তাঁদের সাংবিধানিক অধিকার ফিরে পাক।' ভরসা দিয়ে তিনি যোগ করেন, 'আপনারা চিন্তা করবেন না। ৫ মে বাংলায় বিজেপি সরকার গড়ার পর আমাদের প্রথম কাজই হবে গোর্খাদের দীর্ঘদিনের সমস্যার স্থায়ী সমাধান করা।'

সংসদে নারী সংরক্ষণে উদ্যোগ, আজ থেকে বিশেষ অধিবেশন

নয়াদিল্লি, ১৫ এপ্রিল: নারী প্রতিনিধিত্ব বাড়াতে আবারও সক্রিয় হচ্ছে কেন্দ্র। ১৬ থেকে ১৮ এপ্রিল তিন দিনের বিশেষ অধিবেশন ডাকাকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা, এই সময়েই সংসদে উঠতে পারে বহু প্রতীক্ষিত সংশোধনী প্রস্তাব। আগে পাশ হওয়া 'নারী শক্তি বন্দন' আইনের বাস্তব প্রয়োগের পথ মসৃণ করাই এর লক্ষ্য বলে মনে করা হচ্ছে।

সরকারি সূত্রের ইঙ্গিত, ২০২৯ সালের নির্বাচন থেকে লোকসভা ও বিধানসভায় ৩৩ শতাংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের পরিকল্পনা রয়েছে। সেই সঙ্গে আসন সংখ্যা বাড়ানোর ভাবনাও আলোচনায়। তবে বিষয়টি নিয়ে বিরোধী শিবিরের আপত্তি স্পষ্ট। তাঁদের বক্তব্য, 'সংরক্ষণে আপত্তি নেই, কিন্তু সীমানা পুনর্বিন্যাসের সঙ্গে বিষয়টি জুড়ে দেওয়া উচিত নয়।' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই উদ্যোগকে দ্রুত বাস্তবায়নের পক্ষে সওয়াল করেছেন। তাঁর কথায়, 'নারীর ক্ষমতায়ন কেবল প্রতিশ্রুতি নয়, তা বাস্তবে রূপ দেওয়া আমাদের দায়।' অন্যদিকে বিরোধী জোটের এক নেতা কটাক্ষ করে বলেন, 'সময় নির্বাচনই বলছে, এর পিছনে রাজনৈতিক হিসেবও রয়েছে।' সব মিলিয়ে নারী সংরক্ষণ প্রশ্নে নতুন অধ্যায় শুরু হতে চলেছে দেশে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

CHANGE OF NAME
I, ASHOK AGARWAL, SON OF SHYAM LAL AGARWAL OF 4/5, SINGHI BAGAN LANE, NEAR RAM MANDIR, PIN – 700007. BY VIRTUE OF AFFIDAVIT DATED 16-02-2026. HAVE DECLARED THAT IN HIDCO'S DOCUMENTS MY NAME HAS BEEN RECORDED AS "ASHOK KUMAR AGARWAL". THAT 'ASHOK KUMAR AGARWAL' AND 'ASHOK AGARWAL' IS THE SAME IDENTICAL PERSON.

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 13/04/2026 তারিখে নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী কোর্টে 609 নং এফিডেভিট বলে আমি Md Masud Parvziz Khan (old name) S/o. Md Jalaluddin Khan, R/o. Iswarbaha, Sahaganj, Chinsurah, Hooghly-712104, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Md Masud Parvziz Khan নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Md Masud Parvyiz Khan (New Name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Md Masud Parvyiz Khan & Md Masud Parvziz Khan S/o. Md Jalaluddin Khan সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Md. Aman Khan.

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি

সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন

দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ **৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,

শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি

দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

ভোটার তালিকা নিয়ে তোপ, কমিশনকে কাঠগড়ায় তুলল তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বুধবার তৃণমূল ভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে একাধিক বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন। তাঁর কথায়, নির্বাচন কমিশন কোনো রাজনৈতিক দলের শাখা সংগঠন নয়। অথচ তাদের সাম্প্রতিক আচরণ আমাদের স্তম্ভিত করছে। তিনি জানান, দলের তরফে দিল্লিতে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের কাছে একটি বিস্তারিত চিঠি পাঠানো হয়েছে। সেই চিঠির প্রসঙ্গ টেনে পাঁজা বলেন, গণতন্ত্রের স্বচ্ছতা রক্ষা কমিশনের দায়িত্ব, কিন্তু আমরা তার উল্টো চিত্র দেখছি। ভোটার

তালিকা সংশোধন ঘিরে তাঁর অভিযোগ আরও তীব্র। স্পেশ্যাল সংশোধনের নামে বাংলার প্রকৃত ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে, দাবি করে তিনি যোগ করেন, ভিন রাজ্য থেকে শাসকদল-ঘনিষ্ঠ লোকজনকে তালিকায় ঢোকানোর চক্রান্তের খবর মিলছে। বিরোধী শিবিরকে নিশানা করে পাঁজার মন্তব্য, গণতান্ত্রিক পথে জেতার আশা নেই বলেই তারা অন্য রাজ্যের কৌশল এখানে প্রয়োগ করতে চাইছে। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত জেলার প্রসঙ্গে তিনি সতর্ক করে বলেন, কিছু জায়গায় অশান্তি তৈরির চেষ্টা চলছে, মানুষকে সজাগ থাকতে হবে।

শেষে দলের অবস্থান স্পষ্ট করে তাঁর ঘোষণা, একজন বৈধ ভোটারও বঞ্চিত হলে আমরা চুপ করে বসে থাকব না, প্রয়োজনে আন্দোলনে নামব।

ভোটের পাঁচ দিন আগে বাড়ি বাড়ি স্লিপ, দৃষ্টিহীনদের জন্য ব্রেইল ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রথম দফার ভোটের দিন যত এগিয়ে আসছে, ততই চূড়ান্ত প্রস্তুতিতে ব্যস্ত নির্বাচন কর্তৃপক্ষ। ভোটারদের হাতে তথ্য পৌঁছে দিতে শুরু হয়েছে বাড়ি বাড়ি স্লিপ বিলি। সংশ্লিষ্ট বুথ আধিকারিকরা সরাসরি দরজায় গিয়ে এই স্লিপ তুলে দিচ্ছেন, যাতে ভোটের অন্তত পাঁচ দিন আগে প্রত্যেকের কাছে তা পৌঁছে যায়।

এই স্লিপে থাকছে ভোটারের নাম, ভোটকেন্দ্রের অবস্থান, ভোটের দিন ও সময়ের উল্লেখ, এমনকী কেন্দ্রের একটি সরল মানচিত্রও। এক আধিকারিকের কথায়, মানুষ যেন সহজেই নিজের কেন্দ্র খুঁজে পান, সেই দিকেই জোর দেওয়া হয়েছে। দ্রুত তথ্য যাচাইয়ের জন্য যুক্ত হয়েছে কিউআর কোড। বিশেষভাবে নজর দেওয়া হয়েছে দৃষ্টিহীন ভোটারদের উপর। তাঁদের জন্য আলাদা ব্রেইল পদ্ধতির স্লিপ দেওয়া হচ্ছে। কমিশনের এক প্রতিনিধি বলেন, সবাইকে সমানভাবে ভোট প্রক্রিয়ায় যুক্ত করাই আমাদের লক্ষ্য।

তবে পরিষ্কার জানানো হয়েছে, শুধুমাত্র এই স্লিপ দেখিয়ে ভোট দেওয়া যাবে না। সঙ্গে কমিশন স্বীকৃত ১২

টি পরিচয়পত্রর যে কোনও একটি থাকা বাধ্যতামূলক। পাশাপাশি অনুমতি ছাড়া এই স্লিপ বিতরণ বা নিজের কাছে রাখা হলে কঠোর শাস্তির হুঁশিয়ারিও দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। ভোটের আগে এই উদ্যোগে অংশগ্রহণ আরও সহজ হবে বলেই আশাবাদী কমিশন।

শেক্সপিয়র সরণিতে ধরা পড়ল ১২ লক্ষ, ভোটের আগে ফের নগদ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের বাজারে টাকার আনাগোনা থামছেই না। এবার শেক্সপিয়র সরণি থানা এলাকায় নাকা চেকিংয়ের জালে ধরা পড়ল প্রায় ৭ লক্ষ টাকা। গাড়ির ভেতর থেকে বান্ডিল মেলার পরেই সওয়ারি ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ। বুধবার সকালের ঘটনা। নিয়মাফিক তল্লাশির সময় গাড়ি দাঁড় করাতেই উঁকি দেয় বিপুল নগদ। পুলিশের দাবি, অভিযুক্ত টাকার উৎস বা গন্তব্য কিছুই জানাতে পারেনি। কোথা থেকে আসছে, কী কাজে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল; কোনও প্রশ্নেরই জবাব মেলেনি। ভোটের মুখে শহর জুড়ে নাকা তল্লাশি চলছে জোরকদমে। এর আগেও কলকাতার নানা প্রান্ত থেকে লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়েছে। প্রশাসনের নজরদারি বাড়লেও থামছে না নগদের যাতায়াত। ধৃত ব্যক্তিকে জেরা করে পুরো চক্রের হদিস পেতে চাইছে পুলিশ।

নববর্ষে ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে প্রচার সারলেন বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী। ছবি- অদিতি সাহা

গার্ডেন রিচের সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে হেডকোয়ার্টারে পালিত হল ড. বি আর আম্বেদকরের জন্মবার্ষিকী, শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করলেন সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার অনিল কুমার জৈন।

জোড়াসাঁকোতে তৃণমূলের মিছিলে বিদেশি নাগরিক, তিন নাইজেরীয় বিরুদ্ধে মামলা

ভিসা আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে পদক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিধানসভা নির্বাচনের উত্তাপে নজিরবিহীন ঘটনা। কলকাতায় তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী মিছিলে অংশ নেওয়ার অভিযোগে তিন নাইজেরীয় নাগরিকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করল পুলিশ। নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ পৌঁছনোর পরই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তর কলকাতার জোড়াসাঁকো এলাকায় তৃণমূল প্রার্থী বিজয় উপাধ্যায়ের সমর্থনে আয়োজিত একটি রোড-শো বা মিছিলে ওই তিন বিদেশি নাগরিককে দেখা যায়। অভিযোগ, তাঁরা তৃণমূলের পতাকা হাতে নিয়ে এবং দলের সমর্থনে স্লোগান দিতে দিতে মিছিলে অংশ নেন। এই ঘটনায় আপত্তি জানিয়ে অভিযোগ দায়ের করে বিজেপি। তাদের দাবি, বিদেশি নাগরিকদের এভাবে নির্বাচনী প্রচারে অংশ নেওয়া নির্বাচনী বিধিনিয়মের পরিপন্থী। অভিযোগের ভিত্তিতেই পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মামলা রুজু করেছে।

আইন অনুযায়ী, কোনও বিদেশি নাগরিক ভারতে রাজনৈতিক কার্যকলাপ বা নির্বাচনী প্রচারে অংশ নিতে পারেন না। এই ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ভিসা আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ আনা হয়েছে। যদিও তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় নেতৃত্বের দাবি, ওই তিন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় মিছিলে যোগ দিয়েছিলেন, দলীয়ভাবে তাঁদের আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। তবে বিরোধীরা এই ঘটনাকে হাতিয়ার করে শাসক দলকে নিশানা করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তরা বৈধ ভিসা নিয়ে ভারতে ছিলেন কি না এবং তাঁদের এই মিছিলে অংশ নেওয়ার পিছনে অন্য কোনও উদ্দেশ্য ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনও গোটা ঘটনাটি নিয়ে রিপোর্ট তলব করেছে বলে সূত্রের খবর।

বিকশিত বালিগঞ্জ, বিকশিত বাংলার অঙ্গীকার করলেন বিজেপি প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সম্প্রতি বালিগঞ্জের বিজেপি প্রার্থী শতরূপা সাংবাদিক বৈঠক করে বিকশিত বালিগঞ্জ, বিকশিত বাংলার অঙ্গীকার করে কয়েকটি প্রতিশ্রুতি দিলেন বালিগঞ্জবাসীদের জন্য। তিনি বলেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে পার্ক সার্কাসের ৭ মাথার মোড়ে বেআইনি দখলদারি, স্বচ্ছ ট্র্যাফিক ব্যবস্থার কাজ করবে। তিনমাসের মধ্যে বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে উন্নতমানের কাজ সম্পন্ন করা

হবে। যাত্রী ও ছাত্রছাত্রীদের জন্য বারাসাত-পার্ক সার্কাসে বাসের ব্যবস্থা করা হবে ৩০ দিনের মধ্যে। ৬ মাসের মধ্যে পরিশ্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে হবে বেনিয়াপুকুর ও তপসিয়ায়। প্রতিদিন আবর্জনা পরিষ্কার-সহ রাস্তা পরিষ্কারেও অগ্রাধিকার দেবে। এছাড়া সুরক্ষা ব্যবস্থা ও পুলিশ হেল্পলাইনের ব্যবস্থা করা যাতে সাধারণ নাগরিক কোনও অসুবিধার সম্মুখীন না হন। এছাড়া মহিলা সুরক্ষা নিয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন বিজেপি প্রার্থী শতরূপা।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৬ই এপ্রিল, ২রা বৈশাখ, বৃহস্পতি বার, অমাবস্যা তিথি। জন্মে মীন রাশি, অষ্টোত্তরী শুক্র ও বিংশোত্তরী শনি র মহাদশা, মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : মধ্যম মানের দিন। দিনটা বুদ্ধিমত্তা ও সতর্কতার সঙ্গে চলতে হবে। প্রতিবেশীর সঙ্গে বিবাদ বিতর্ক হলেও সন্ধ্যার পর শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অশুভ বিবাহের কথা পাকা হওয়ার সম্ভাবনা, প্রবীণ নাগরিকের সম্মান প্রাপ্তি। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়।

বৃষ রাশি : শুভাশুভ মিশ্র অনুভূতি দিন। ভাবনা চিন্তা না করে, এক নারীর বুদ্ধিতে, আজকের দিনটি কাটাতে হবে, পিতা-মাতা বড় ভাই বোন, পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ নাগরিকদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে কাজ করতে হবে। মায়েদের নিম্নতল পেটের সমস্যা, গলব্লাডার সমস্য হবে, প্রস্টেড গ্ল্যান্ড নিয়ে যারা সমস্যায় রয়েছেন তাদের সুচিকিৎসার সম্ভাবনা। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র।

মিথুন রাশি : দিনটি বিজয় সূচক। আজ ডিস্ট্রীবিউটার বা এজেন্ট বাজারে যারা খুচরো ব্যবসায়ী তাদের লাভ প্রাপ্তি। যে কাজটা হওয়ার কথা ছিল, যদি তাড়াহুড়ো না করেন তাহলে তা হয়ে পড়বে। পরিবারে গৃহশত্রু থেকে সতর্কতা। আজকের মন্ত্র গঙ্গা মন্ত্র।

কর্কট রাশি : শুভাশুভ মিশ্র দিন। লেখক শিল্পী সাংবাদিক তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। গুপ্ত কথা কেন প্রকাশ্যে আলোচনা করছেন? ভাইদের মধ্যে, কনিষ্ঠ যে তার দ্বারা কিছু সমস্যার তৈরি হবে। সতর্ক থাকা ভালো। জল ও তরল পদার্থ ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতে পারেন। প্রতিবেশীর দ্বারা গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র। মন্ত্র ওম নমো শিবায়।

সিংহ রাশি : সতর্ক থাকতে হবে ভাই বন্ধু স্বজন থেকে কিছু দুশ্চিন্তা থাকবে। পরিবারে দাম্পত্য প্রেম-ভালোবাসায় তৃতীয় ব্যক্তির নাক গলানোর জন্য সমস্যা তৈরি হবে। সন্ধ্যার পর পুরাতন বান্ধব দ্বারা সমস্যা মুক্তি। মন্ত্র গণেশ দেব ভগবান।

কন্যা রাশি : যে ছলনা করছে তাকে আজ চিনতে পারবেন। পরিবারে বিবাদ বিতর্ক, বৃদ্ধি হবে। যাকে বিশ্বাস করে এগিয়েছেন তার ওপর ভরসা রাখুন, নিশ্চয়ই শুভ ফল পাবেন, প্রবীন নাগরিকদের পেট লিভার স্টমাক পীড়া দেখা দেবে। মন্ত্র মহাকালী মন্ত্র।

তুলা রাশি : পরিবারের ছোট ভ্রমণ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। আজ যে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাচ্ছেন। সেখানে বিরূপ সমালোচনা হবে। ধৈর্য রাখবেন জয় আপনার নিশ্চিত। ঋণ বিষয় চিন্তা আজ দুশ্চিন্তায় পরিণত হবে। মন্ত্র গনেশ মন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : প্রভাব শালী মানুষ আপনাকে স্বাগতম জানাবে। প্রেম শুভ পরিবারে বয়স্ক সদস্যের কারণে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। ব্যবসায় অস্থিরতা থাকবে। বিদ্যার্থীদের ধৈর্য ধরা উচিত প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ হবে। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

ধনু রাশি : সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি, বুদ্ধির দ্বারা ও এক মহিলার সহযোগিতায় শুভ হবে। ব্যাংকে গচ্ছিত সম্পদ থেকে আয় বৃদ্ধি। যারা বিদেশে কর্মরত তাদের শুভ সৌভাগ্য। কর্মের জন্য যারা চেষ্টা করছেন তাদের জন্য শুভ। মন্ত্র কালী মন্ত্র।

মকর রাশি : আজ বুদ্ধি প্রয়োগ করতে হবে। সিদ্ধান্ত নিতে হবে। নারীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। যে প্রতিবেশীকে খুব ভালো ভেবে কিছু গুপ্ত কথা বলেছিলেন, আজ তার স্বরূপ ধরতে পারবেন। ছলনাময়ী নারী পুরুষ থেকে দুরে থাকুন। মন্ত্র শনিমন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : কেন আপনার বিরুদ্ধাচারণ করবে তা ভাবা উচিত। তার থেকে সতর্ক থাকা ভালো। সংকল্প গোপন করুন। ন বিষয়ে দুশ্চিন্তা। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন। কর্ম প্রার্থীর সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি হবে। মন্ত্র। শনি মন্ত্র।

মীন রাশি : বিবাদ তর্ক আজ মিটে যাবে পরিবারে খুশির বাতা বরণ। যে বন্ধুর অপেক্ষায় ছিলেন আজ তার দ্বারা কোন উপকার সাধিত হবে। তবে ন বিষয়ে দুশ্চিন্তা। যারা কর্মের আবেদন করছেন তাদের জন্য আজ অত্যন্ত শুভ।

(অমাবস্যা র নিশি পালন। ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানে র প্রয়াণ দিবস। স্বাধীনতা সংগ্রামী উল্লাস কর দত্তের শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

অ্যাপেই নাকি ধরা পড়বে ভোট! মন্তব্য ঘিরে গ্রেপ্তার তৃণমূল নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বিধাননগর: বিধাননগরে ভোটের আবহে নতুন বিতর্কের জন্ম দিল এক ভাইরাল ভিডিও। অভিযোগ, ভোটারদের উদ্দেশে হুমকির সুরে বক্তব্য রাখার জেরে গ্রেপ্তার করা হয়েছে দত্তাবাদের প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর নির্মল দত্তকে। বিধাননগর দক্ষিণ থানার অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁকে আদালতে তোলা হলে বিচারক ২৪ এপ্রিল পর্যন্ত জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

ভাইরাল হওয়া ভিডিওটিতে এক ব্যক্তিকে বলতে শোনা যায়, আধার কার্ড আর ভোটার কার্ডের সঙ্গে সব তথ্য জোড়া রয়েছে। কে কাকে ভোট দিচ্ছেন, সব জানা যাবে। আমাদের কাছে অ্যাপ আছে, সব দেখে নেব। এই মন্তব্য নিয়েই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রাজনৈতিক মহলে। যদিও ভিডিওটির সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করা হয়নি। ঘটনাকে ঘিরে বিরোধীদের কটাক্ষ, ভোটের গোপনীয়তা নিয়ে ভয় দেখানো গণতন্ত্রের পরিপন্থী। অন্যদিকে শাসক শিবিরের একাংশের দাবি, আইন আইনের পথেই চলবে, কেউ দোষী হলে শাস্তি হবেই। নির্বাচনের প্রাক্কালে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাধারণ ভোটারদের মধ্যেও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। এক স্থানীয় বাসিন্দার কথায়, ভোট তো নিজের অধিকার, সেখানে ভয় দেখানো ঠিক নয়। ভোটের আগে এই বিতর্ক কতদূর গড়ায়, এখন সেটাই দেখার।

বিজেপি এলে মাসে ৩ হাজার, বিজেপির 'মাতৃশক্তি ভরসা কার্ড' পেলেন প্রতীকী পাঁচ জন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের ময়দানে মহিলাদের মন টানতে নতুন চাল বিজেপির। বুধবার কলকাতায় 'মাতৃশক্তি ভরসা কার্ড' উদ্বোধন করলেন স্মৃতি ইরানি ও শুভেন্দু অধিকারী। প্রতীকীভাবে পাঁচ মহিলার হাতে তুলে দেওয়া হল কার্ড। ঘোষণা, ক্ষমতায় এলে সরাসরি ব্যাংকের খাতায় ঢুকবে মাসে তিন হাজার টাকা। দলের দাবি, পশ্চিমবঙ্গের মহিলাদের আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করতেই এই উদ্যোগ। 'সংকল্প পত্র'-এ মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণের কথাও আছে। 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' বন্ধের আশঙ্কা উড়িয়ে স্মৃতি বলেন, মহিলাদের জন্য বিজেপির কাজের রেকর্ড গোটা দেশেই প্রমাণিত। শুভেন্দুর প্রতিশ্রুতি, বকেয়া ডিএ মেটানো হবে, সপ্তম বেতন কমিশন কার্যকর হবে। তাঁর মন্তব্য, আর কয়েক দিনের অপেক্ষা, তারপরেই পরিবর্তন আসবে। নারী সুরক্ষা ও আইনশৃঙ্খলা নিয়েও সরব হন দুই নেতা। ভোটের আগে মহিলা ও কর্মচারীদের পাশে দাঁড়িয়ে শাসককে চাপে রাখার কৌশল গেরুয়া শিবিরের।

সিবিএসসি দশমের ফল প্রকাশ, পাশের হারে এগিয়ে মেয়েরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অপেক্ষার অবসান। ১৫ এপ্রিল বুধবার বিকেল ৪টে নাগাদ দশম শ্রেণির ফল প্রকাশ করল কেন্দ্রীয় বোর্ড। ফল জানার জন্য রাত থেকেই ভিড় জমেছিল পর্ষদের পাতায়।

এবারের পাশের হার ৯৩.৭০ শতাংশ, যা গত বছরের চেয়ে সামান্য বেশি। ছাত্রদের ৯২.৬৯ শতাংশের তুলনায় ছাত্রীরা এগিয়ে। মেয়েদের পাশের হার ৯৪.৯৯ শতাংশ। ফলের নিরিখে শীর্ষে দক্ষিণের তিন অঞ্চল। তিরুবনন্তপুরম ও বিজয়ওয়াড়ায় পাশের হার ৯৯.৭৯ শতাংশ। চেন্নাইয়ে ৯৯.৫৮ শতাংশ।

পর্ষদ জানিয়েছে, রোল নম্বর, স্কুল নম্বর ও প্রবেশপত্র পরিচয় নম্বর দিয়ে ফল দেখা যাবে। এছাড়া ডিজিলকার ও উমঙ্গ অ্যাপ থেকেও সরাসরি ডিজিটাল নম্বরপত্র নামানো যাবে। চাইলে এসএমএস করেও ফল জানা যাচ্ছে। বোর্ডের ঘোষণা অনুযায়ী, চলতি বছর থেকে দু'দফায় পরীক্ষা নেওয়া হবে। মে-জুন মাসে হবে দ্বিতীয় দফার পরীক্ষা। ফল নিয়ে অসন্তুষ্ট হলে উত্তরপত্র যাচাই ও পুনর্মূল্যায়নের আবেদন করা যাবে। তার জন্য বিদ্যালয়ের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে হবে।

নববর্ষে বাঙালির রং, আচার আর আনন্দে ভাসল রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নতুন বছরের প্রথম সকালেই বাঙালির চিরচেনা ছন্দে জেগে উঠল রাজ্য। মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি থেকে রাস্তায় শোভাযাত্রা; সবখানেই মিলল উৎসবের আবহ। কলকাতার কালীঘাট ও দক্ষিণেশ্বরে ভোর থেকেই উপচে পড়া ভিড়, হাতে পুজোর উপকরণ নিয়ে সারিবদ্ধ ভক্তরা। এক দর্শনার্থীর কথায়, নতুন বছরের শুরুটা ঈশ্বরের আশীর্বাদ নিয়েই করতে চাই, এটাই আমাদের বিশ্বাস। হালখাতার পুজো ঘিরেও ছিল আলাদা ব্যস্ততা। দোকানপাটে পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণে নতুন খাতার সূচনা, ব্যবসায়ীদের চোখে ভবিষ্যতের আশা। এক ব্যবসায়ী বললেন, পুরনো হিসাব মিটিয়ে নতুনভাবে পথ চলার দিন এই নববর্ষ। শহরের রাস্তায় রঙিন শোভাযাত্রা যেন উৎসবকে ছড়িয়ে দিল জনমানসে। নৃত্য, সংগীত আর লোক সংস্কৃতির মেলবন্ধনে তৈরি হল এক প্রাণবন্ত ছবি। অন্যদিকে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রসংগীতের সুরে বর্ষবরণ; আশ্রমিকদের প্রাতঃসমাবেশে মিলল ঐতিহ্যের ছোঁয়া। খুদেদের নাচ, মানুষের মিলন আর প্রার্থনার মধ্য দিয়ে একটাই বার্তা স্পষ্ট; নতুন বছর মানে নতুন আশা।

জগদ্দলে দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে রোড শো করলেন স্মৃতি ইরানি

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: জগদ্দল কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী প্রাক্তন পুলিশ কর্তা রাজেশ কুমারকে সঙ্গে নিয়ে বুধবার ভোট প্রচার করেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি। এদিন সন্ধেয় দলীয় প্রার্থী রাজেশ কুমারকে সঙ্গে নিয়ে কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের বাসুদেবপুর মোড় থেকে রোড শো শুরু করেন স্মৃতি ইরানি। ফিডার রোড ধরে অন্নপূর্ণা মিল পর্যন্ত তিনি রোড শো করেন। যদিও রোড শো শেষ হয় শ্যামনগর স্টেশন সংলগ্ন ২৩ নম্বর রেলগেটের কাছে। রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে থাকা অগণিত মানুষের ভিড় দেখে আপ্লুত হয়ে পড়েন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি। রাস্তার দু'পাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকা সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে কখনও তিনি হাত নাড়েন, আবার কখনও তিনি নমস্কার করেন। বিজেপি প্রার্থীর দাবি, এত মানুষের সমাগম প্রমাণ করছে, গোটা বাংলার সঙ্গে জগদ্দলের মানুষও পরিবর্তন চাইছেন।

নববর্ষের ভোরে ঝাঁটা হাতে রুদ্রনীল, শিবপুরকে জঞ্জালমুক্ত করার ডাক

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: পয়লা বৈশাখের সকাল। শিবপুরের বিজেপি প্রার্থী রুদ্রনীল ঘোষ নামলেন রাস্তায়, হাতে ঝাঁটা। জগাছা জিআইপি কলোনিতে স্কুলের গেটের সামনে জমা ময়লার স্তূপ নিজেই পরিষ্কার করলেন। ছড়ালেন ব্লিচিং, ঢাললেন ফিনাইল। কাজ শেষে তাঁর স্পষ্ট কথা, শিবপুর-সহ গোটা হাওড়ায় রাস্তার উপরেই পড়ে থাকে আবর্জনা। সেখান থেকে রোগ ছড়ায়। দুর্গন্ধে দম বন্ধ হয়ে আসে। তৃণমূল কিছুই করেনি। বিজেপি এলে এই অবস্থা বদলাবে।

নববর্ষের বার্তায় তিনি যোগ করলেন, আমরা ভালো থাকব তখনই, যখন জীবনে শান্তি থাকবে। আমরা পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে, হাওড়ার সঙ্গে বাঁধা। শিবের সঙ্গে আমাদের গভীর যোগ। অথচ উনি নিজেই জঞ্জালের পাহাড় বানিয়েছেন। স্কুলের সামনের ছবি তুলে ধরে বললেন, বাচ্চারা ক্লাস শেষে বেরোয়, আর সামনে দেখে ময়লার ঢিবি। এটা শুধু এখানে নয়। শিবপুরের প্রতিটি গলি, প্রতিটি মোড়ে জল-কাদা-নালার নোংরা। এই জঞ্জালেই ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়া ঘর বাঁধে। মানুষের আয়ু কমছে।

তাঁর কণ্ঠে ক্ষোভ, আমাদের ছেলেমেয়ে, মা-বোনেরা যদি এই নোংরা থেকে রেহাই না পায়, তাহলে কিসের উৎসব? বাংলার মানুষ জানে, এই মাটির সবচেয়ে বড় আবর্জনা

তৃণমূল কংগ্রেস। প্রশ্ন তুললেন ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, শ্রীচৈতন্যদেব, ঋষি অরবিন্দ কি এমন শিবপুর চেয়েছিলেন? দেশবন্ধু, নেতাজি কি স্বপ্ন দেখেছিলেন যে তৃণমূল লুঠ করে প্রাসাদ বানাবে, আর সাধারণ মানুষ কষ্টে দিন কাটাবে? শেষে শপথের সুরে বললেন, নতুন বছরের অঙ্গীকার একটাই; জঞ্জালমুক্ত শিবপুর আর বেশি দূরে নয়। আর এই জঞ্জালের নাম তৃণমূল। তাই তৃণমূলমুক্ত শিবপুরও বেশি দূরে নয়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১৬ এপ্রিল ২০২৬, ২ বৈশাখ ১৪৩৩ বৃহস্পতিবার

প্রথম দফার ভোটে ২৪০৭ কোম্পানি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২৩ এপ্রিলে রাজ্যে প্রথম দফার বিধানসভা ভোটে মোট ২,৪০৭ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে। কমিশনের বিস্তারিত নিরাপত্তা পরিকল্পনায় সংকট প্রবণ জেলা ও বুথগুলিতে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে।

কমিশনের হিসাব অনুযায়ী, সবচেয়ে বেশি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন হচ্ছে মুর্শিদাবাদে। জেলা দু'ভাগে, মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলা ও জঙ্গিপুর পুলিশ জেলা, ভাগ করে মোট ৩১৬ কোম্পানি বাহিনী রাখা হচ্ছে। তার মধ্যে মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলাতেই রয়েছে ২৪০ কোম্পানি, জঙ্গিপুরে ৭৬ কোম্পানি।

দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর। ওই জেলায় ২৭৩ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে। নন্দীগ্রাম-সহ একাধিক স্পর্শকাতর কেন্দ্র থাকায় এই জেলায় বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে কমিশন। পশ্চিম মেদিনীপুরে মোতায়েন হচ্ছে ২৭১ কোম্পানি বাহিনী। এ ছাড়া বাঁকুড়ায় ১৯৩, বীরভূমে ১৭৬, মালদহে ১৭২, পুরুলিয়ায় ১৫১ এবং কোচবিহারে ১৪৬ কোম্পানি বাহিনী রাখা হচ্ছে। দক্ষিণ দিনাজপুরে ৮৩, ঝাড়গ্রামে ৭৪, দার্জিলিংয়ে ৬১, কালিম্পংয়ে ২১, জলপাইগুড়িতে ৯২ এবং আলিপুরদুয়ারে ৭৭ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েনের পরিকল্পনা রয়েছে।

উত্তর দিনাজপুর জেলাকে ইসলামপুর ও রায়গঞ্জ, এই দুই পুলিশ জেলায় ভাগ করে মোট ১৩২ কোম্পানি বাহিনী রাখা হচ্ছে। পাশাপাশি শিলিগুড়ি ও আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটেও যথাক্রমে ৪৪ এবং ১২৫ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন করা হবে। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, প্রতিটি জেলায় নির্দিষ্ট পরিমাণ বাহিনী পাঠাতে হবে এবং কোনও ঘাটতি বরদাস্ত করা হবে না। বাহিনী পাঠানোর ক্ষেত্রে একক ডিসপ্যাচ পয়েন্ট ব্যবহার করতে বলা হয়েছে, যাতে সমন্বয় বজায় থাকে।

প্রথম দফায় উত্তরবঙ্গের প্রায় সব জেলা, সীমান্তবর্তী এলাকা এবং জঙ্গলমহলের বিস্তীর্ণ অংশে ভোটগ্রহণ হবে। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদহের পাশাপাশি ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং পশ্চিম বর্ধমান, এই বিস্তীর্ণ এলাকায় ভোট হবে একদিনেই।

কমিশনের হিসাব অনুযায়ী, সবচেয়ে বেশি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন হচ্ছে মুর্শিদাবাদে। জেলা দু'ভাগে, মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলা ও জঙ্গিপুর পুলিশ জেলা, ভাগ করে মোট ৩১৬ কোম্পানি বাহিনী রাখা হচ্ছে। তার মধ্যে মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলাতেই রয়েছে ২৪০ কোম্পানি, জঙ্গিপুরে ৭৬ কোম্পানি।

দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর। ওই জেলায় ২৭৩ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে। নন্দীগ্রাম-সহ একাধিক স্পর্শকাতর কেন্দ্র থাকায় এই জেলায় বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে কমিশন। পশ্চিম মেদিনীপুরে মোতায়েন হচ্ছে ২৭১ কোম্পানি বাহিনী। এ ছাড়া বাঁকুড়ায় ১৯৩, বীরভূমে ১৭৬, মালদহে ১৭২, পুরুলিয়ায় ১৫১ এবং কোচবিহারে ১৪৬ কোম্পানি বাহিনী রাখা হচ্ছে। দক্ষিণ দিনাজপুরে ৮৩, ঝাড়গ্রামে ৭৪, দার্জিলিংয়ে ৬১, কালিম্পংয়ে ২১, জলপাইগুড়িতে ৯২ এবং আলিপুরদুয়ারে ৭৭ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েনের পরিকল্পনা রয়েছে।

উত্তর দিনাজপুর জেলাকে ইসলামপুর ও রায়গঞ্জ, এই দুই পুলিশ জেলায় ভাগ করে মোট ১৩২ কোম্পানি বাহিনী রাখা হচ্ছে। পাশাপাশি শিলিগুড়ি ও আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটেও যথাক্রমে ৪৪ এবং ১২৫ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন করা হবে।

নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, প্রতিটি জেলায় নির্দিষ্ট পরিমাণ বাহিনী পাঠাতে হবে এবং কোনও ঘাটতি বরদাস্ত করা হবে না। বাহিনী পাঠানোর ক্ষেত্রে একক ডিসপ্যাচ পয়েন্ট ব্যবহার করতে বলা হয়েছে, যাতে সমন্বয় বজায় থাকে।

কমিশন সূত্রে খবর, ভোটের আগে এলাকা দখলমুক্ত রাখা, ফ্ল্যাগ মার্চ, রুট মার্চ এবং স্পর্শকাতর বুথে বিশেষ নজরদারির জন্য এই বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে। সোমবারের মধ্যেই রাজ্যে বাহিনী মোতায়েনের কাজ শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ভোটের মুখে এই বিশাল নিরাপত্তা বন্দোবস্তে স্পষ্ট, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করতে কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না নির্বাচন কমিশন।

তরুণদের ইতিবাচক পরিবর্তনের অংশ হওয়ার আহ্বান রাজ্যপালের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলা নববর্ষের সকালে কালীঘাট মন্দির-এ সস্ত্রীক পুজো দিয়ে দিন শুরু করেন রাজ্যপাল আরএন রবি। পরে লোকভবনে নববর্ষ উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে যোগ দেন তিনি। সেখানেই বক্তব্য রাখতে গিয়ে পয়লা বৈশাখকে 'মহান উৎসব' বলে উল্লেখ করেন রাজ্যপাল। তাঁর কথায়, শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা বাঙালিরাও এই উৎসব উদযাপন করছেন।

এদিন বাংলায় নিবন্ধিত এমএসএমই-র সংখ্যাও তুলে ধরেন রাজ্যপাল। তাঁর কথায়, দেশে ৫.৫ কোটির বেশি এমএসএমই থাকলেও বাংলায় নিবন্ধিত ইউনিটের সংখ্যা প্রায় ৩ লক্ষ। এই প্রেক্ষিতেই নববর্ষের দিনকে 'সংকল্প গ্রহণের দিন' হিসেবে দেখার আহ্বান জানান তিনি।

লোকভবনের অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল রাজ্যবাসীর উদ্দেশে দীর্ঘ বার্তা দেন। তাঁর মতে, 'ছয়ের দশকে ১০ শতাংশের বেশি জিডিপি আসত বাংলা থেকে। এই মাটি শিল্প, সংস্কৃতি এবং বৌদ্ধিক প্রাণবন্ত। আটের দশক মোটে চারটি রাজ্যের আয় বাংলার থেকে বেশি ছিল। বর্তমানে ১৫টি রাজ্যের আয় বাংলার চেয়ে বেশি। জাতীয় পুঁজিতে ১০.৬ শতাংশ থেকে বাংলা ৫ শতাংশে নেমে এসেছে। স্কুল, কলেজে পড়ুয়ার সংখ্যা জাতীয় অনুপাতের তুলনায় কম। কোথায় নেমে এসেছি আমরা। যে রাজ্য গোটা দেশকে প্রগতির পথ দেখাত, দুর্ভাগ্যজনকভাবে আজ পরিস্থিতি খুব খারাপ।' রাজ্যপালের বক্তব্যে উঠে আসে আত্মসমালোচনা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার বার্তা। তিনি বলেন, নতুন বছরের শুরুতে প্রত্যেকেরই নিজেদের অবস্থান পর্যালোচনা করে আগামী দিনের পরিকল্পনা করা উচিত। সেই সূত্রেই বাংলার গৌরব পুনরুদ্ধারের ডাক দেন তিনি। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মকে ইতিবাচক পরিবর্তনের অংশ হওয়ার আহ্বান জানান। বাংলাকে দেশের উন্নয়নের মূল স্রোতে সামনের সারিতে নিয়ে যাওয়ার কথাও বলেন রাজ্যপাল। তাঁর মতে, 'দেশ যখন এগোচ্ছে, তখন বাংলা পিছিয়ে থাকতে পারে না।' বাংলাকে আবারও নেতৃত্বের আসনে দেখতে চাওয়ার আশা ব্যক্ত করেন তিনি।

তবে রাজ্যপালের এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াও সামনে আসে। তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সহসভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার কটাক্ষ করে বলেন, রাজ্যপাল বাংলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে অবগত নন। তাঁর দাবি, 'যাঁরা বাংলার ইতিহাস-সংস্কৃতি জানেন না, তাঁদের হাত ধরে পরিবর্তন সম্ভব নয়।'

'লাটসাহেব আমাকে গালি দিয়েছেন'

■ বাংলার অতীত এবং বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে তরুণ প্রজন্মকে পরিবর্তনে শামিল হওয়ার ডাক দিয়েছেন রাজ্যপাল আরএন রবি। পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে লোকভবনের এক অনুষ্ঠানে একথা বলেন তিনি। সেই মন্তব্যের পরই রাজ্যপালের নাম না করে ফুঁসে উঠলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই মন্তব্যের মাত্র কয়েকঘণ্টা পরই উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুর থেকে তোপ দাগেন। কারও নাম না করে মমতা বলেন, 'বাংলার লাটসাহেব। সবচেয়ে বড় বাড়িতে যিনি থাকেন, আমি নাম নেব না, আজ বিবৃতি দিয়েছেন। আজ নববর্ষ, বাংলার মানুষকে অভিনন্দন জানান। আমাকে গালি দিয়েছেন। আগে তো অশান্তি হত না। এখন আপনাদের অধীনে আসার পর প্রতিদিন অশান্তি হচ্ছে। এটা নির্বাচন কমিশের বিরুদ্ধে যায়। আমাদের হাতে এখন আইনশৃঙ্খলা নেই। নির্বাচন কমিশন এবং কেন্দ্রের কাছে রয়েছে।'

ভোটে কড়াকড়ি, সরকারি গাড়িতেও আর 'ছাড়' নেই

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে ভোট যত এগোচ্ছে, ততই কঠোর হচ্ছে প্রশাসনের নজরদারি। এবার নির্দেশ এসেছে;শুধু বেসরকারি নয়, পুলিশ কিংবা সরকারি তকমা লাগানো গাড়িও তল্লাশির বাইরে থাকবে না। লক্ষ্য একটাই, বেআইনি নগদ বা সামগ্রী যাতে কোনওভাবেই পরিবহণ না হয়।

পুলিশের শীর্ষকর্তাদের স্পষ্ট বার্তা, গুন্ডামি বা ভয় দেখানো একেবারেই বরদাস্ত করা হবে না। অশান্তি ছড়াতে পারে, এমন ব্যক্তিদের আগেভাগেই চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি বেআইনি অস্ত্র ও বিস্ফোরক উদ্ধারে নাকা তল্লাশি জোরদারের নির্দেশ।

এমনকি সতর্কবার্তাও শোনানো হয়েছে;ভোটের মধ্যে কোথাও বিস্ফোরণ ঘটলে দায় এড়ানো যাবে না।

উত্তর কলকাতার স্পর্শকাতর এলাকায় সরেজমিনে গিয়ে পুলিশ কর্তারা সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁদের আশ্বাস, নির্ভয়ে ভোট দিন, কোনও সমস্যা হলে সঙ্গে সঙ্গে জানান।

প্রশাসনের এই পদক্ষেপকে অনেকেই স্বচ্ছ ভোটের লক্ষ্যে বড় বার্তা বলেই মনে করছেন।

বেলেঘাটা বিধানসভা কেন্দ্রের সিপিআইএম প্রার্থী পারমিতা রায়ের প্রচার ।

বিজেপি এলে কি মাছ বন্ধ? ইলিশ এনে দিন, বেছে খাইয়ে দেব: স্মৃতি ইরানি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের বাজারে ফের মাছ নিয়ে বিতর্ক। নববর্ষের দিনেও থামল না চাপানউতোর। সাংবাদিক বৈঠকে বিজেপি নেত্রী স্মৃতি ইরানিকে সরাসরি প্রশ্ন করা হল, আপনারা ক্ষমতায় এলে মাছ খাওয়া কি বন্ধ হবে?

প্রশ্ন শুনে একটুও না থেমে তাঁর জবাব, ইলিশ মাছ নিয়ে আসুন আমি বেছে খাইয়ে দিচ্ছি। এর পরেই তিনি পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়লেন, পশ্চিমবঙ্গে কেন মাছের উৎপাদন নেমেছে? প্রধানমন্ত্রী আগেই এই প্রশ্ন তুলেছেন। মাছের উৎপাদন বাড়ানোই তো আসল চ্যালেঞ্জ। কেন গুজরাত থেকে মাছ আসছে?

এই মাছ-বিতর্কের রেশ মিলেছে নববর্ষের শুভেচ্ছাবার্তাতেও। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, বাংলাকে দুর্বল করতে বারংবার চেষ্টা চলছে। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে মশকরা করা হচ্ছে। কী খাওয়া যাবে আর কী খাওয়া যাবে না, তা ঠিক করে দেওয়া হচ্ছে।

বিধানসভা ভোটের আবহে নরেন্দ্র মোদী নিজেই মঞ্চ থেকে তুলেছেন মাছের প্রসঙ্গ। তাঁর প্রশ্ন, রাজ্যে উৎপাদন কম কেন? একই সঙ্গে মৎস্যজীবীদের জন্য একগুচ্ছ পরিকল্পনার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন। বিজেপি ক্ষমতায় এলে সেই সব প্রকল্প চালু হবে, দাবি তাঁর।

ভাষ্য বদলাতে সক্রিয় রাজ্যের বিজেপি নেতারাও। সিউড়ির প্রার্থী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বাজারে গিয়ে বিশাল মাছ হাতে তুলে বলেছেন, আমরা মাছ খাব, মাংসও খাব আর জয় শ্রীরাম বলে পদ্মফুলে ভোটও দেব।

বিজেপি মাছ-বিরোধী, এই প্রচার ভাঙতে মরিয়া গেরুয়া শিবির। আর শাসকদলের অভিযোগ, খাদ্যাভ্যাসে নাক গলাচ্ছে বিরোধীরা। ভোটের মরশুমে মাছ এখন আর শুধু পাতে সীমাবদ্ধ নেই, রাজনীতির পাতাতেও তার অবাধ বিচরণ।

নির্বাচনের পরই ফের হবে ডিএ-শুনানি

নয়াদিল্লি, ১৫ এপ্রিল: মহার্ঘ ভাতা নিয়ে টানাপোড়েন আপাতত থামল না, বরং নতুন মোড়ে গিয়ে দাঁড়াল। বুধবার শীর্ষ আদালতে শুনানির পর স্পষ্ট, রাজ্যের সঙ্গে কর্মচারীদের এই সংঘাতের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি এখন ভোটের ফল ঘোষণার পরেই। আগামী ২৭ এপ্রিল কমিটির বৈঠকে বিষয়টি উঠবে। আর মামলার পরবর্তী শুনানি নির্ধারিত হয়েছে ৬ মে, অর্থাৎ ভোটের ফল ঘোষণার ঠিক পরেই।

আদালতে রাজ্যের পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে আইনজীবী কপিল সিবল জানান, আদালতের নির্দেশ মেনে আংশিক ডিএ প্রদান শুরু হয়েছে। তবে পুরো প্রক্রিয়া শেষ করতে আরও সময় দরকার। তাঁর কথায়, 'প্রথম কিস্তির অর্থ দিতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, কিন্তু নির্বাচন চলার কারণে সময়সীমা বাড়ানো জরুরি।'

অন্যদিকে, কর্মচারীদের প্রতিনিধিরা সরাসরি আপত্তি তোলেন। তাঁদের দাবি, 'যা দেওয়া হয়েছে, তা পর্যাপ্ত নয়। অনেকেই এখনও ডিএ পাননি।' এই বৈষম্য দূর করতে আদালতের হস্তক্ষেপ চেয়েছেন তাঁরা। বিচারপতি সঞ্জয় করোল শুনানির সময় প্রশ্ন তোলেন, 'ডিএ দেওয়ার প্রক্রিয়া তো শুরু হয়েছে!'! তবে একই সঙ্গে জানিয়ে দেন, রাজ্যের জমা দেওয়া রিপোর্ট খতিয়ে দেখা হবে। সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলিকে হলফনামা দিয়ে নিজেদের অবস্থান জানাতে বলা হয়েছে।

এদিকে, রাজ্যের যুক্তি, বিপুল আর্থিক চাপ, কেন্দ্রীয় ঋণের অনিশ্চয়তা এবং বিপুল অঙ্কের বকেয়া মেটানো একসঙ্গে সম্ভব নয়। উপরন্তু, বহু কর্মীর তথ্য এখনও কাগজে রয়ে গিয়েছে, ডিজিটাল পরিকাঠামো তৈরিতেও সময় লাগছে।

নববর্ষের প্রথমদিন কালীঘাটে পুজোর ডালি হাতে এক ভক্ত। *ছবি: অদিতি সাহা*

সরকারি বা পুলিশের গাড়িতে যেন নগদ পাচার না হয়', ভোটমুখী বাংলায় এসপি-সিপিদের কড়া নির্দেশ এডিজি-র

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে রাজ্যে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোটগ্রহণ সুনিশ্চিত করতে নজিরবিহীন কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করল পুলিশ প্রশাসন। বুধবার রাজ্যের সমস্ত জেলার পুলিশ সুপার (SP) এবং কমিশনারেটের পুলিশ কমিশনারদের (CP) সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা পাঠিয়েছেন এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) অজয় মুকুন্দ রানাডে। এই নির্দেশিকার সবথেকে তাৎপর্যপূর্ণ অংশ হলো; অবৈধভাবে পুলিশ বা কোনো সরকারি গাড়ি ব্যবহার করে যাতে কোনোভাবেই নগদ অর্থ বা বেআইনি সামগ্রী পাচার না করা হয়, তা কঠোরভাবে নিশ্চিত করতে হবে।

এডিজি-র এই নির্দেশিকায় স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, ভোটের কাজে যুক্ত আধিকারিক বা পুলিশের কোনো গাড়িকেই তল্লাশির ঊর্ধ্বে রাখা যাবে না। গুন্ডারাজ রুখতে এবং বেআইনি অস্ত্রশস্ত্র ও বিস্ফোরক উদ্ধারে নাকা তল্লাশির ওপর আরও জোর দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মুকুন্দ। তিনি সাফ জানিয়েছেন, 'গুন্ডাদের কোনো রেয়াত নয়।'

নির্বাচনের আগে, চলাকালীন বা পরে এলাকায় অশান্তি সৃষ্টি করতে পারে এমন ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রশাসনের তরফে কড়া সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে যে, ভোটের মধ্যে কোথাও কোনো বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটলে সংশ্লিষ্ট এলাকার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশন সরাসরি কড়া ব্যবস্থা নিতে পারে। শান্তিপূর্ণ নির্বাচনে বাধা হতে পারে এমন কোনো পরিস্থিতি বা ভয়ের পরিবেশ বরদাস্ত করা হবে না বলে এডিজি জানিয়েছেন।

অন্যদিকে, নির্বাচনের প্রাক্কালে সাধারণ মানুষের মনে আস্থা ফেরাতে নববর্ষের সকালেই ময়দানে নেমেছেন উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকরা। কলকাতা পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দ এবং ডিইও (উত্তর) স্মিতা পাণ্ডে উল্টোডাঙার বিভিন্ন স্পর্শকাতর এলাকা এবং বাসন্তী কলোনির মতো বস্তি এলাকা পরিদর্শন করেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে তাঁরা অভয় দেন যে, যেকোনো ছোটখাটো অশান্তি বা ভয়ের ঘটনা ঘটলে তৎক্ষণাৎ হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করে জানাতে।

সব মিলিয়ে, তিলোত্তমার রাজপথ থেকে শুরু করে জেলা; নির্বাচনের আগে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা এবং স্বচ্ছতা বজায় রাখতে প্রশাসন যে কোনো আপস করতে রাজি নয়, এডিজি-র এই কড়া নির্দেশিকা তারই প্রমাণ।

কয়লা কেলেঙ্কারিতে ফের কড়া পদক্ষেপ, পাঁচজনের নামে অভিযোগ দায়ের করল ইডি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কয়লা চক্রের তদন্তে আরও গভীরে গেল কেন্দ্রীয় সংস্থা। কলকাতার বিশেষ আদালতে পাঁচ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র জমা পড়েছে। তালিকায় আছে চিন্ময় মণ্ডল ও কিরণ খানের নাম।

ধন শোধন আইনে গত ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তাঁদের। তদন্ত বলছে, বেআইনি খনন, কয়লা চুরি, অবৈধ পরিবহণ, বেআইনি বিক্রি আর তোলাবাজি থেকেই তৈরি হয়েছে বিপুল অর্থ।

গত নভেম্বর ২০২৫-এ তল্লাশি চালিয়ে ১৭ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকার নগদ, ব্যাংকের গচ্ছিত অর্থ ও মূল্যবান সামগ্রী বাজেয়াপ্ত হয়। এখন পর্যন্ত চিহ্নিত অবৈধ আয়ের অঙ্ক ৬৫০ কোটি টাকার বেশি।

ভোটের মুখে এই অভিযোগপত্রে শাসক-বিরোধী শিবিরে নতুন করে চাপ বাড়ল। তদন্ত এগোচ্ছে।

কালীঘাটে নতুন বছরে মায়ের আশীর্বাদ নিতে ভিড় ব্যবসায়ীদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা: বাঙালির ঐতিহ্যবাহী পহেলা বৈশাখ এবং নতুন বছর ১৪৩৩-এর শুভ সূচনায় মঙ্গলকামনায় মেতে উঠল তিলোত্তমা। বুধবার ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই কলকাতার ঐতিহাসিক কালীঘাট মন্দিরে উপচে পড়ল ভক্ত ও ব্যবসায়ীদের ভিড়। বছরের প্রথম দিনে মা কালীর আশীর্বাদ নিয়ে নতুন ব্যবসার শ্রীগণেশ করতে তড়িৎ গতিতে ভিড় বাড়তে থাকে মন্দির চত্বরে। বাঙালি সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ 'হালখাতা' বা নতুন খতিয়ান খোলার রীতি আজও অটুট। বুধবার সকাল থেকেই দেখা গেল ছোট-বড় অগুনতি ব্যবসায়ী তাঁদের লাল কাপড়ে মোড়ানো নতুন খেরোর খাতা এবং লক্ষ্মী-গণেশের মূর্তি নিয়ে মায়ের মন্দিরে হাজির হয়েছেন। 'শুভ নববর্ষ' ধ্বনিতে মুখরিত মন্দির চত্বরে দাঁড়িয়ে প্রায় প্রত্যেক ব্যবসায়ীর প্রার্থনা ছিল একটাই; ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ যেন বিগত বছরের সমস্ত ক্ষতি পুষিয়ে দিয়ে ব্যবসায় লক্ষ্মীলাভ এবং সমৃদ্ধি নিয়ে আসে। চৈত্রের শেষবেলার কড়া রোদ উপেক্ষা করেও মন্দির চত্বরে ছিল দীর্ঘ লাইন। ভিড় সামাল দিতে পুলিশ ও মন্দির কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। দীর্ঘ অপেক্ষার পর মায়ের চরণে হালখাতা ঠেকিয়ে নতুন বছরের সংকল্প নিতে দেখা গেল স্বর্ণ ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে মুদিখানার ছোট দোকানদারদেরও। এক ব্যবসায়ী বলেন, আয়ের আশীর্বাদ নিয়ে বছর শুরু করলে আত্মবিশ্বাস বাড়ে। আমরা আশা করছি নতুন বছরে রাজ্যের অর্থনীতি ও ব্যবসা-বাণিজ্য আরও উন্নতি করবে। কেবল কালীঘাট নয়, দক্ষিণেশ্বর থেকে তারাপীঠ; সর্বত্রই ছিল হালখাতার ধুম। কালীঘাটে পুজো দেওয়ার পাশাপাশি এদিন ব্যবসায়ীরা নিজ নিজ দোকানে মিষ্টির প্যাকেট ও ক্যালেন্ডার দিয়ে গ্রাহকদের আপ্যায়ন করেন। ভক্তি ও ঐতিহ্যের এই মহামিলন আরও একবার প্রমাণ করে দিল যে, আধুনিকতার ছোঁয়ায় বাঙালির হালখাতা উৎসব আজও অমলিন।

সম্পাদকীয়

আইপ্যাক কর্তার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগে রাজনীতি নয়, নিরপেক্ষ তদন্তই কাম্য

গুরুতর অভিযোগ। বিদেশে অবৈধ ভাবে হাওয়ালায় টাকা পাচার। এই অভিযোগে ভোটকুশলী সংস্থা ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল অ্যাকশন কমিটি বা আইপ্যাক-এর অন্যতম কর্তা ভিনেশ চান্দেলকে গ্রেফতার করেছে ইডি। গ্রেফতারের পর তিনি আপাতত ইডি হেফাজতে। কয়লা পাচারের তদন্তে আইপ্যাক-কর্তার ঠিকানায় হানা দিয়েছিল কেন্দ্রীয় এজেন্সি। সেদিন রাতেই সংস্থার অন্যতম পরিচালক ও প্রতিষ্ঠাতা ভিনেশকে তারা গ্রেফতার করে। আদালতে ইডি যে অভিযোগ করেছে তা কিন্তু যথেষ্ট গুরুতর। আইপ্যাকের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ভিনেশ সংশ্লিষ্ট সংস্থার ৩৩ শতাংশের অংশীদার। অর্থ পাচার প্রতিরোধ আইন বা পিএমএলএ-এর অধীনে একটি মামলায় তিনি তদন্তের আওতায় রয়েছেন। দিল্লি পুলিশের দায়ের করা একটি এফআইআর থেকে এই মামলার শুরু। এর আগে গত ৮ জানুয়ারি এই মামলায় আইপ্যাকের কলকাতা অফিস এবং সংস্থার আর এক প্রতিষ্ঠাতা প্রতীক জৈনের কলকাতার ডেরায় তল্লাশি চালায় ইডি। অভিযানের সময় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্য সরকারি কর্তাদের সঙ্গে নিয়ে প্রতীকের বাড়ি এবং দফতরে পৌঁছে যান। অভিযোগ, ইডির তল্লাশির সময় মুখ্যমন্ত্রী প্রতীকের বাড়িতে ঢুকে নথিপত্র, ফাইল এবং ল্যাপটপ জোর করে কেড়ে নেন। তার পরে সল্টলেকে সংস্থার দফতরে গিয়েও একই কাজ করেন। তদন্তে বাধা দেওয়ার অভিযোগে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় ইডি। আপাতত সুপ্রিম কোর্টে ইডির সেই মামলা চলছে। এখন ভিনেশের গ্রেফতারি নিয়ে ইডি-র দাবি, ওই সংস্থায় একাধিক আর্থিক অনিয়ম ধরা পড়েছে। রয়েছে হিসাবভুক্ত এবং হিসাববহির্ভূত তহবিল গ্রহণ, জামানতবিহীন ঋণ, ভুয়ো চালান প্রদান, তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে টাকা পাচার, এর জন্য দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক হাওয়ালা চক্র ব্যবহারের মতো গুরুতর সব অভিযোগ। এখনও পর্যন্ত প্রায় ৫০ কোটি টাকা উদ্ধারও করেছে। কিন্তু এতবড় অভিযোগ ওঠার পরও একে নিয়ে রাজনীতি করছে তৃণমূল। তাঁরা এর পিছনে রাজনৈতিক অভিসন্ধি খুঁজছে। কিন্তু একবারও বলছে না, অভিযোগ যখন উঠেছে তদন্ত হোক। তবে কী নেপথ্যে অন্য কিছু রয়েছে, সন্দেহ কিন্তু তারাই তৈরি করছে।

শব্দছক ১৩২

রবি দাস

১		২		■	৩		৪
	■		■	৫		■	
■	৬		৭		■	৮	■
৯		■		■	১০		
	■	১১		১২	■		■
■	১৩		■	১৪	১৫		১৬
১৭	■	১৮		■		■	
১৯			■	২০			■

পাশাপাশি: ১. চাঁদের মতো চেহা ৩. নীচ ব্যক্তি ৫. কবিতা ৬. যে উষ্ণতায় বরফ গলে ৯. রোগমুক্ত ১০. আত্মবিশ্বাসী ১১. অকেজো ১৩. ভুজঙ্গ ১৪. মন্দ ব্যক্তি ১৮. প্রথা ১৯. যাকে প্রহার করা হয়েছে ২০. প্রাচীর

ওপর-নিচ: ১. স্নেহ পদার্থ ২. পর্যুদস্ত ৩. আজ ৪. মনের ভাব ৫. পাঁক ৬. যে নদীর তীরে কলকাতা ৭. জাহাজের চালক ৮. শ্রীকৃষ্ণের প্রধান স্ত্রী ৯. ধান থেকে উৎপন্ন শস্য ১১. শব্দের উল্টো অর্থ ১২. ভগ্নাংশের উপরিস্থানীয় সংখ্যা ১৫. এক পৌরাণিক মুনি ১৬. কঠিন ১৭. ব্রাহ্মণ

সমাধান ১৩১ — পাশাপাশি: ১. অপমান ৩. রবি ৫. বন্য ৬. লতা ৮. নহ ১০. লবঙ্গ ১২. হরিতকি ১৪. পারা ১৫. কম ১৬. পাটাতন ১৮. পুলস্ত ১৯. কালি ২০. কদু ২২. গণ্য ২৩. নাক ২৪. ধরিবাজ

ওপর-নিচ: ১. অন্য ২. নল ৪. বিহঙ্গ ৫. বরাহ ৭. তালপাটালি ৮. নতমস্তক ৯. হকি ১১. বরাত ১৩. রিকল ১৬. পাকা ১৭. নগন্য ১৮. পুদিনা ২১. দুধ ২২. গজ

আজকের দিন

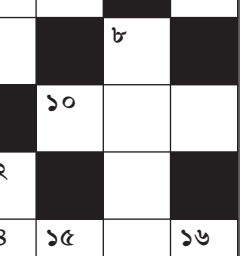

■ **১৯৪৩** — সুইস রসায়নবিদ আলবার্ট হফম্যান সর্বপ্রথম এলএসডি-র সাইকেডেলিক বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করেন।
■ **২০০৭** — মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একজন বন্দুকধারী ৩২ জনকে হত্যা করে।
■ **২০১৪** — দক্ষিণ কোরিয়ার উপকূলে এমভি সেওল জাহাজটি ডুবে যায়, এতে ৩০৬ জনের মৃত্যু হয়।

জন্মদিন

১৯৩৪ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ রাম নায়েকের জন্মদিন।*
১৯৭০ *বিশিষ্ট হকি খেলোয়াড় মুকেশ কুমারের জন্মদিন।*
১৯৭৮ *মিস ইউনিভার্স লারা দত্তের জন্মদিন।*

লারা দত্ত

নগদ দেড় নাকি তিন, কী সে মন বঙ্গনারীর

সুবীর পাল

সখী ভাবনা কাহারে কয়, ‘সবসে বড়া রুপাইয়া।’ এটাই তো? চলতি ভোট রঙ্গে বঙ্গ ললনার এখন যে কালো ঘোড়ার উপর একটাই বাজি ধরা, ‘লাগে তাক না লাগে তুক।’

আরে খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে। ভোটের ভরা কোটালে নির্বাচনী ময়দানে এক্কেবারে মাদারি নিনাদে খেলা হবে। হবে হবেই। ও দাদা ও দিদি খেলা যে হবেই হবে। যদিও বাংলাদেশের অধিবাসী শামীম ওসমানের ‘খেলা হবে’ ডায়লগ আমাদের পশ্চিমবঙ্গের একেবারে অচল নৈতিক অনুসারে। তবে জনাব ওসমানের বিখ্যাত উক্তির কার্বণ রেপ্লিকা যে মোদের বঙ্গভূমে সার্থক ভাবে ঘাস পূজারীরা সংক্রামিত করতে পেরেছেন এতদিনে এতে কোনও সন্দেহ নেই। কার্বণ রেপ্লিকা কাণ্ডে অবশ্য গৈরিক সৈনিকেরাও কি কম যায় নাকি? তারাও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একদা বিখ্যাত সেই উক্তি ‘বদলা নয় বদল চাই’কে সম্পূর্ণ বদলিয়েই ফেলেছে পুরোপুরি নয়া প্যাকেজিং স্লোগানে। ফলে এই বাংলার মাটিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রায় প্রতিটি নির্বাচনী সভায় বলতে শুরু করেছেন, ‘ভয় নয় ভরসা চাই’ বিষয়ক আশ্বাস বাণী। তিনি আরও বলে চলেছেন গলা একেবারে সপ্তমে চড়িয়ে, ‘এবারের ভোটে বিজেপি জিতলে মা মহিলা বোনদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রতি মাসে সরাসরি তিন হাজার টাকার অনুদান প্রদান করবে রাজ্যের নয়া ভাজপা সরকার। এটা মোদীর গ্যারান্টি।’

মোদীর কণ্ঠে এ হেন গ্যারান্টির কথা শুনেই বাংলার আপামর নন্দিনী সমাজ তো এখন রীতিমতো দ্বিধা বিভক্ত হয়ে গিয়েছেন। অন্তত এই ভোটমুখী বঙ্গজ ঋতুতে। একেবারে চৈত্র সেলের লাস্ট স্পেলের মতো মোদীর এই নয়া গ্যারান্টি নবান্ন দখলের লড়াইয়ে পয়লা নম্বর হট কেক হয়ে উঠেছে। কারণ সারা দেশ তথা সমগ্র বিশ্ব ইতিমধ্যেই জেনে ফেলেছে তামাম দুনিয়ায় বিশ্বনেতা হিসেবে কি অভাবনীয় উচ্চতায় না রয়েছে তাঁর নজিরবিহীন গ্রহণযোগ্যতা। ফলে প্রধানমন্ত্রীর গ্যারান্টি যে মোটেও হেলাফেলার নয় তা পশ্চিমবঙ্গের মহিলারাও ঠারেঠোরে ভালোই উপলব্ধি করতে পারছেন ও পারেন।

আসলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প ইতিমধ্যেই বহুল পরীক্ষিত সত্য। উল্টো দিকে নরেন্দ্র মোদীর গ্যারান্টির ঘোষণা তো ভারত আত্মার তুমুল আস্থারই গণপ্রতীক। সুতরাং একদিকে দেড় হাজার টাকার মাসিক প্রাপ্তি তৃণমূল সরকারের কাছ থেকে, এটা তো পুরোপুরি হাতে আসবেই আসবে। কিন্তু পরন্তু, যদি একবার বিজেপি সরকারকে রাজ্যে আনা সম্ভব হয়, তবে তো মার দিয়া কেল্লা। থুতু দিয়ে গুনে গুনে নগদ ডবল নিজেদের হাতের মুঠোতে। সৌজন্যে শুধু এবার চাই ডবল ইঞ্জিন সরকার, তৃণমূল সরকার আর নাই দরকার।

এবার তাই বাংলার ঘরে ঘরে অধিকাংশ গৃহবধূরাও নতুন করে ভাবতে শুরু করেছেন একান্তে বা নিজস্ব মহল্লার মহিলা মহলে, ‘ওইসব সিপিএম বা কংগ্রেস এবার ভাই ক্ষমা দাও তোমরা। আমরা এখন ভাবছি, আদতে আমাদের তো হারাবার কিছুই নাই। দিদি থাকলে দেড় হাজার। আবার দাদা এলে তিন হাজার।’ এতো সেই, লাগে তাক না লাগে তুক’ এর মতো ব্যাপার স্যাপার। তাহলে না নয় এবার এক দান লুডোই খেলা যাক পদ্ম ফুলে ছাপ দিয়ে। তাই তো? কারণ পশ্চিমবঙ্গের এমন কোন অবুঝ মহিলা আছেন বলুন তো যিনি তিন ছেড়ে দেড় হাজার অঙ্কে সন্তুষ্ট থাকতে যাবেন খামোকা?

এবারের নির্বাচনের খাস মেঠো মুলুকের ‘আবার আসিব ফিরে এই বাংলায়’ মনস্কে সম্প্রতি দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা পদ্মবনের পয়লা নম্বর ভোট কুশলী অমিত শাহ কলকাতায় এসে দলের ইস্তেহার পত্র ঘোষণা করেছেন। যে প্রতিশ্রুতিগুলো তিনি ইস্তেহার পড়ে শোনাতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে সবচেয়ে নজরকাড়া মাইলস্টোন হলো, ‘মহিলারা প্রতি মাসে তিন হাজার টাকার আর্থিক সহায়তা পাবেন।’ নরেন্দ্র মোদীর সেনাপতি শাহের এই একটি মাত্র ঘোষণাই এবারের রণং দেহি ভোট যুদ্ধে বিজেপির অন্যতম তুরুপের তাস হয়ে উঠেছে।

বিজেপির হাতের এই নব্য তুরুপের তাস যে বিপক্ষ শিবিরের শ্রেষ্ঠ কুলপতি তৃণমূলকে যথেষ্ট বেকাদায় ফেলে দিয়েছে তা কিন্তু রাজ্যের শাসক নেত্রীর নাইট ওয়াচম্যান গোছের বডি ল্যাঙ্গুয়েজেই জলবৎ তরলং হয়ে উঠেছে। তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ ভোট রণ কৌশলের ত্রিফলা তুখোড় ত্রিশূল কিন্তু আজও বাংলার নির্বাচনী হাটে রীতিমতো অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তিন ফলার একটি হলো, মুসলিম সম্প্রদায়ের অকুণ্ঠ একচেটিয়া সমর্থন আদায়। দ্বিতীয় ফলা হলো অদৃশ্য ভুতুড়ে ভোটদাতার জীবন্ত ভোটদান। এবং তৃতীয় হলো বাংলার গৃহে গৃহে সামগ্রিক বধুয়াগনের ছাড়ো নগদ মাখো ভোটের অটুট আস্থা। এবারের বিজেপি কিন্তু তৃণমূলের তূণের তৃতীয় ফলাটিকেই অকেজো করে দিতে তিন হাজারি ব্লু প্রিন্ট এবার সুচারু ভাবে প্রচারের সমস্ত আলো শুষে নিচ্ছে। বিরুদ্ধ শিবিরের একেবারে পেনাল্টি বক্সের মধ্যে কার্পেট বোম্ব বিছিয়ে রাখার ডিজাইনে। সুতরাং টাটকা ফলটাও বিজেপি ইতিমধ্যেই হাতেনাতে পেতে শুরু করেছে। এই ইস্তেহার ঘোষণার পরে পরেই দলের সবচেয়ে বড় সাম্প্রতিক নির্ভরযোগ্য পেনাল্টি শ্যুটার নরেন্দ্র মোদীকে এ’রাজ্যে বারেবারে উড়িয়ে নিয়ে এসেছে শ্রীরাম ভক্তের স্বঘোষিত দল। লক্ষ্য একটাই, ডবল শ্রীলক্ষ্মী ভাণ্ডারের ফুটবলটি তৃণমূলের তেকাঠিতেই নিশানা যেন নিখুঁত ভাবে করতে পারেন ‘চায়ে পে চর্চা’র স্রষ্টা। নাগপুরের গেরুয়া দফতরের এই খাজানা পরিকল্পনা যে এখনও পর্যন্ত কতটা আমজনতা গিলতে শুরু করেছেন তার জ্বলন্ত প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর অধুনা সভাগুলোতে। উপচে পড়া ভিড়। তিল ধারণের জায়গা অবশিষ্ট নেই। উদ্বেলিত জনতার সমকণ্ঠে শুধু একটাই গণধ্বনি, ‘মোদী, মোদী মোদী মোদী মোদী...!’ আপ্লুত প্রধানমন্ত্রী নিজের মোবাইল ফোন থেকে সেই জনসাগরের ছবি তুলছেন। তা নিজস্ব এক্স হ্যান্ডেলে আপলোড করছেন। ভাবা যায়?

আর বিপক্ষ শিবিরের সুপ্রিমো নেত্রী এতকাল ছিলেন দুরন্ত স্বভাবসিদ্ধ ফুল ফ্লেজেড অ্যাটাকিং মোডে। কিন্তু যেই বিজেপির ইস্তেহার ঘোষিত হলো অমনি এক অচেনা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখতে শুরু করেছে বাংলার প্রকৃত নির্ভেজাল অস্মিতা প্রেমীরা। বঙ্গীয় ভোট বিশেষজ্ঞের একটা বড় অংশের মতে, মোদীর এই প্রতিটি মঞ্চে মঞ্চে বারংবার মন্ত্রোচ্চারণের মতো তিন হাজারি স্কিমের পাল্টা হিসেবে তো বাংলার মুখ্যমন্ত্রী যে একেবারে মৌণ সাধিকার বেশ ধারণ করেছেন। কোথায় গেল সেই অগ্নিকন্যার কাউন্টার চিরাচরিত নাটকের ঘনঘটায়? এতো দেখছি ভোজ বাড়িতে পাঁপড় মিইয়ে গেলে যা অবস্থা হয়, অনেকটা সেরকম পরিণতি হয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। একটা সিঙ্গল বাক্যের ব্যাক বাইটও শোনা গেল না তাঁর কালিঘাটের দলীয় অফিস থেকে। ঠিক এই ইস্যুতে ভোটের ময়দানে প্রকৃতই আজ অনেকটা আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছে মোদীকে। পক্ষান্তরে মমতা অনেক বেশি যেন আচমকাই ম্রিয়মাণ।

এবারের বিধানসভা ভোট পর্ব যেন সেয়ানে সেয়ানে টক্কর চলছে প্রথম থেকে। এই নির্বাচনী মধ্যাহ্ন পর্বের মধ্য মুহূর্তেও তৃণমূলের বিরুদ্ধে বিজেপির একমাত্র হাতিয়ার কিন্তু ছিল প্রতিষ্ঠান বিরোধী দুর্নীতির নানাবিধ ইস্যু। যা ইতিমধ্যেই বাংলার গণদেবতার কাছে এ হেন ইস্যুগুলো অনেকটা হজম হয়ে গিয়েছে গা-সওয়া হিসেবে। ফলে প্রতিষ্ঠান বিরোধী ভিড় অন্তত সামান্য কিছুটা দানা বাঁধলেও বিজেপির পক্ষে নির্ভরযোগ্য একটা হাওয়া মোরগের আবেগ কিন্তু ততটা লক্ষ্য করা যাচ্ছিল না। এমনই এক ঘেয়েমি পরিস্থিতিতে হঠাৎ এই তিন হাজারি পদ্ম ইস্তেহার যেন হিরোশিমায় মারণ পরমাণু বোমা নিক্ষেপের মতো আছড়ে পড়েছে অপ্রস্তুত ঘাসের বারান্দায়। এর অনুরণের অভিঘাত এতটাই যে, আক্ষরিক অর্থেই দিশেহারা আজ সবুজকূল। পরিস্থিতি যেভাবে গড়িয়েছে তাতে আপাতত মনে হয় মমতার সখের সৃষ্টিই এখন নাগাড়ে তাড়া করে বেড়াচ্ছে ক্যামাক স্ট্রিট থেকে কালিঘাটের সদর শলাপরামর্শ স্থলে। সৌজন্যে সেই বিজেপির তিন হাজারি টাকার রাধে রাধে রাফাল বোমারু বিমান। কলকাতার এক অভিজাত হোটেলে সাংবাদিক সম্মেলনে অমিত শাহ দলের ইস্তেহার ঘোষণা করার সময়ে উপস্থিত সবাইকে চমকে দিয়ে এই তিন হাজারি অনুদান স্কিম ঘোষণা করে বসলেন। যা একেবারেই বিজেপির অফিশিয়াল ইলেকশন পাবলিসিটি বলা যায় এটাকে। এরপরেই জনতার দরবারে আট থেকে আশির বঙ্গ নারীর মন জয় করতে লালকেল্লা লাগোয়া সাউথ ব্লকের অধুনা সাংবিধানিক কর্তার গ্যারান্টির অনুমোদনও প্রকাশ্যে আদায় করে নেয় গৈরিক নাটশেল।

কিন্তু এসব তো বিজেপি টিমের পুরোটাই অফিসিয়াল। কিন্তু এর পিছনে যে লুকিয়ে আছে আরও একটা বড় ধরণের আনঅফিসিয়াল পর্ব। সেটা আবার কি রকম?

আসলে এই ইলেকশন ম্যানিফেস্টো জারি হবার আগে দিল্লির নেতাদের তো দূর অস্ত রাজ্যের কোনও ছোট, মেজ বা বড়মাপের নেতৃত্ব এই তিন হাজারি নগদ বিষয়টি ভুলেও কোথাও প্রকাশ্য মঞ্চে উচ্চারণ করেননি। এটা চূড়ান্ত বাস্তব। তবে বাংলা অভিধানে যে ব্যতিক্রম বলে একটা শব্দ রয়ে গেছে। ঠিক এই ইস্যুতে তাই একমাত্র ব্যতিক্রমী মানুষটি হলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। একমাত্র তিনিই গত এক বছর যাবৎ বিভিন্ন জনসভায় নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে একা প্রচার চালিয়ে গেছেন, বিজেপি সরকার রাজ্যে গঠন হলে প্রতিটি মহিলাদের মাসে তিন হাজার টাকা করে অনুদান দেওয়া হবে। আসলে একথা অনস্বীকার্য, রাজ্য বিজেপি নেতৃত্বের মধ্যে টিএমসির পালস রেটটা সবচেয়ে বেশি অনুধাবন করতে পারেন এই শুভেন্দু অধিকারী। কারণ তিনি একাধারে হলেন বিগত বহু ভোট যুদ্ধের অক্লান্ত যোদ্ধা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৈরি করা নন্দীগ্রাম ইস্যুর নেপথ্যের কারিগড়ও ছিলেন তিনি। তৃণমূল সরকারের ও দলের অন্যতম প্রথম সারির নেতাও ছিলেন একদা। তিনি খুব ভালো করেই জানেন, তৃণমূলকে ধরাশায়ী করতে গেলে কোন রাজনৈতিক লোহাকে কোন নগদ লোহা দিয়ে কাটতে হবে। সুতরাং বর্তমান লক্ষ্মীর ভাণ্ডারকে ডবল ভাণ্ডার করতে পারলেই ভোটের যুদ্ধে তৃণমূলের একটা চোখ যে কানা করে দেওয়া সম্ভব তা তিনি বিলক্ষণ অনুমান করতে পেরেছিলেন বহু আগেই। অতএব সময় নষ্ট না করে নকল বুঁদির গড় একাই রক্ষা করার সংকল্পে বহু আগে থেকেই একক ভাবে প্রচার চালিয়ে গেছেন তিন হাজারি স্কিমের ভোট দ্যোত পুঁজি করে। এই রাজ্যে মহিলারা যে তৃণমূল সমর্থনের অন্যতম নির্ভরযোগ্য স্তম্ভ তা বোধ হয় শুভেন্দু অধিকারী বোঝাতে সমর্থ হয়ে ছিলেন নাগপুরের আরএসএস গোষ্ঠীকে। সঙ্গে নয়া দিল্লির দীন দয়াল উপাধ্যায় মার্গের উচ্চ মার্গের চিন্তন নেতৃত্বকেও। সুতরাং এককথায় এটা মানতেই হবে এই ভোটের তুমুল বাজারে, শুভেন্দু অধিকারীর দেখানো তিন হাজারি সিম্পল ক্যানভাসের স্কেচের উপর নিজের বর্তমান দল শুধু তুলির পারফেক্ট অফিসিয়াল কালার স্ট্রোক দিয়ে দিয়েছে মাত্র। সুতরাং বাংলার বিরোধী রাজনীতিতে শুভেন্দু অধিকারীর গ্রহণযোগ্য যে এক লাফে অনেকটাই উর্ধ্বমুখী হয়ে উঠেছে এর ফলে, তা বোধ হয় কারও বলার অপেক্ষা রাখে না। হয়তো তাই তিনিই একমাত্র বিজেপি নেতা যিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বারবার ভোটে লড়ার হিম্মতটা রাখেন এক সঙ্গে দুটি আসনে দাঁড়িয়ে। গঙ্গার ধারে বাংলার মসনদ দখল করতে মহিলাদের মনজয় যে করতেই হবে। মহিলা মনজয় কেন্দ্রিক রাজ্য রাজনৈতিক এমনতর রসায়ণটা সম্ভবত শেষমেষ তাঁর দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে বোঝাতে পেরেছিলেন বিরোধী নেতা। আসলে বাংলার অনুদান নির্ভর ভোটকরণ গূঢ় তত্ত্বটা একুশের ভোটে মোদী-শাহ ব্র্যান্ড বুঝতে ভুল করলেও ছাব্বিশের নির্বাচন প্রাক্কালে তা তাঁরা কড়ায় গন্ডায় ষোল আনা সংশোধন করে নিয়েছেন। ফলে প্রতিষ্ঠান বিরোধী শুধু সমালোচনা নয়, প্রয়োজনে নারী হৃদয় জয় করার প্রতিজ্ঞায় রাজ্যের মহিলাদের জীবন যাত্রার উন্নয়ন ঘটাতেও বিজেপি এবার কিন্তু অনেকটা ইতিবাচক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে উঠেছে। বিজেপি তাই প্রতি মাসে বঙ্গ নারীদের জন্য তিন হাজার টাকা অনুদান দেওয়ার ঘোষণার পাশাপাশি আরও এক গুচ্ছ পরিকল্পনার কথাও প্রকাশ্যে বলতে আরম্ভ করেছে। ইস্তেহারে তাই বর্ণিত হয়েছে, নারী স্বশক্তিকরণের ফলে ৭৫ লক্ষ নারী হবেন ‘লাখপতি দিদি’। সরকারি চাকরি নিয়োগের ক্ষেত্রে নারীদের জন্য ৩৩ু সংরক্ষণ থাকবে। রাজ্যের সমস্ত সরকারি বাসে মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে যাতায়াতের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত থাকবে। স্নাতক স্তরে ভর্তি হওয়ার সময় ছাত্রীদের এককালীন ৫০,০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। গর্ভবতী মহিলাদের ২১,০০০ টাকার আর্থিক সহায়তা এবং ৬টি পুষ্টি সরঞ্জামের কিট প্রদান আবশ্যক হবে। মাহিলা সুরক্ষার জন্য দুর্গা স্কোয়াড নামে মহিলা পুলিশ ব্যাটেলিয়ন এবং রাজ্য পুলিশ বাহিনীতে দুটি বিশেষ মহিলা ব্যাটেলিয়নও গঠন করার কথা উল্লেখ রয়েছে।

চলতি ভোটে যা হাবভাব এখন দেখা যাচ্ছে তাতে মনে হতেই পারে গৈরিক নেতারা হয়তো একযোগে কবিসম্রাটের সেই বিখ্যাত কবিতাটি এখন আওড়ে চলেছেন প্রতিটি মঞ্চে প্রতিটি বুথে, প্রতিটি অলিতে গলিতে, ‘নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার কেন নাহি দিবে অধিকার।’ এমনতর অভিনব ‘পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা’র মতো মহিলাদের ‘চুরা কে দিল মেরা’ মেসেজটাও বোধ হয় পুঁজি করে গৈরিক বাহিনী পৌঁছে যাচ্ছেন বাংলার দুয়ারে দুয়ারে। সঙ্গে এটাও হয়তো বলছেন, ‘গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে, মোদী মহাশয় যাবেন ডবল ইঞ্জিন সঙ্গমে, রাজ্য বিজেপির লাগি।’

আসলে এই ইলেকশন ম্যানিফেস্টো জারি হবার আগে দিল্লির নেতাদের তো দূর অস্ত রাজ্যের কোনও ছোট, মেজ বা বড়মাপের নেতৃত্ব এই তিন হাজারি নগদ বিষয়টি ভুলেও কোথাও প্রকাশ্য মঞ্চে উচ্চারণ করেননি। এটা চূড়ান্ত বাস্তব। তবে বাংলা অভিধানে যে ব্যতিক্রম বলে একটা শব্দ রয়ে গেছে। ঠিক এই ইস্যুতে তাই একমাত্র ব্যতিক্রমী মানুষটি হলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। একমাত্র তিনিই গত এক বছর যাবৎ বিভিন্ন জনসভায় নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে একা প্রচার চালিয়ে গেছেন, বিজেপি সরকার রাজ্যে গঠন হলে প্রতিটি মহিলাদের মাসে তিন হাজার টাকা করে অনুদান দেওয়া হবে। আসলে একথা অনস্বীকার্য, রাজ্য বিজেপি নেতৃত্বের মধ্যে টিএমসির পালস রেটটা সবচেয়ে বেশি অনুধাবন করতে পারেন এই শুভেন্দু অধিকারী। কারণ তিনি একাধারে হলেন বিগত বহু ভোট যুদ্ধের অক্লান্ত যোদ্ধা।

চর্চাবাসর ১২৯

‘নববর্ষ’ (Nobo Borsho) শব্দটি সংস্কৃত মূল থেকে এসেছে, যেখানে ‘নব’ (Nava) মানে নতুন এবং ‘বর্ষ’ (Varṣa) মানে বছর। এটি বাংলা বর্ষপঞ্জির প্রথম দিন বা পহেলা বৈশাখকে বোঝায়, যা কৃষিভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় শস্য কাটার সময় এবং মুঘল সম্রাট আকবরের সময় থেকে খাজনা আদায়ের ঋতু হিসেবে শুরু হয়েছিল।

— কলমবীর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

পুরুলিয়ায় বিজেপি প্রার্থীদের সমর্থনে মেগা প্রচারে মিঠুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: পুরুলিয়ার পাড়া বিধানসভায় মেগা প্রচার বিজেপির। পুরুলিয়ার পাড়া বিধানসভার অন্তর্গত রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের চেলিয়ামাতে বিজেপি প্রার্থী নদীয়ার চাঁদ বাউড়ির সমর্থনে রোড শো'তে সামিল সুপারস্টার তথা মহাগুরু মিঠুন চক্রবর্তী। হুড খোলা গাড়িতে চড়ে বিজেপি প্রার্থী নদিয়ার চাঁদ বাউড়িকে সঙ্গে নিয়ে চেলিয়ামার বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে শুরু করে পকোড়ি মোড়ে গিয়ে রোড শো শেষ করেন মিঠুন চক্রবর্তী। চড়া রোদকে উপেক্ষা করেই বুধবার বিকেলে রোড শো'তে অংশগ্রহণ করেন তিনি। চেলিয়ামার রোড শো'তে মহাগুরু মিঠুন চক্রবর্তীকে দেখতে রাস্তার দুপাশে প্রচুর মানুষের ভিড় জমে যায়। কোনরকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে মোতায়েন করা হয়েছিল বিশাল পুলিশ বাহিনী। প্রতিক্রিয়া দিয়ে পাড়া বিধানসভার বিজেপির মনোনীত প্রার্থী নদীয়ার চাঁদ বাউড়ি বলেন, 'মিঠুন চক্রবর্তীর আজকের রোড শো বলে দিচ্ছে এই বিধানসভার নির্বাচনে ফলাফল কি হতে চলেছে।' এই রোড শো শেষ হওয়ার পর চেলিয়ামার বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে এলাকা তথা পুরুলিয়া লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতোর হাত ধরে ও সদ্য তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়া মিনু বাউড়ির উদ্যোগে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ছেড়ে প্রায় ৪০০ জন বিজেপিতে যোগদান করলেন। তাঁদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিদ্যাসাগর চক্রবর্তী, বিকাশ ব্যানার্জি, পাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি মনোনীত প্রার্থী নদীয়ার চাঁদ বাউরি, চরণ বাউড়ি, মিনু বাউড়ি - সহ অন্যান্যরা।

অন্যদিকে, পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর বিধানসভার অন্তর্গত রঘুনাথপুর শহরে বিজেপি প্রার্থী মামনি বাউড়ির সমর্থনে রোড শো'তে সামিল মহাগুরু। হুড খোলা গাড়িতে চড়ে বিজেপি প্রার্থী মামনি বাউড়িকে সঙ্গে নিয়ে রঘুনাথপুর শহরের নতুন বাসস্ট্যান্ড থেকে শুরু করে ক্ষুদিরাম চকে গিয়ে রোড শো শেষ করেন মিঠুন চক্রবর্তী। চড়া রোদকে উপেক্ষা করেই বুধবার দুপুরে রোড শো'তে অংশগ্রহণ করেন। রঘুনাথপুর শহরের রোড শো'তে মহাগুরু মিঠুন চক্রবর্তীকে দেখতে রাস্তার দুপাশে প্রচুর মানুষের ভিড় জমে যায়। কোনরকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে মোতায়েন করা হয়েছিল বিশাল পুলিশ বাহিনী।

ভোটের প্রচারে দ্বন্দ্ব বিজেপির

চুঁচুড়ায় অনুপস্থিত জেলা সভাপতি, ক্ষুব্ধ স্মৃতি ইরানি ফিরে গেলেন

নিজস্ব প্রতিবেদন, চুঁচুড়া: ভোটের প্রচারে দ্বন্দ্ব বিজেপির। চুঁচুড়া তিন নম্বর গেট বিজেপি জেলা অফিসের সামনে থেকে নববর্ষের শঙ্খনাদ শোভাযাত্রা শুরু করে বিজেপি। বিজেপি সূত্রে খবর, নির্ধারিত সময়ের কিছুটা পরে এই যাত্রা শুরু হয়। শোভাযাত্রা শেষ হয়নি। তার আগেই ফিরে গেলেন স্মৃতি ইরানি। অনুপস্থিত জেলা সভাপতি। ক্ষুব্ধ হন কেন্দ্রীয় প্রাক্তন মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি। তাঁকে জেলা অফিসে স্বাগত জানাতেও জেলা সভাপতিকে দেখা যায়নি। কাঠফাটা রোদে শোভাযাত্রা শুরু হলেও, তাল কাটে অর্ধেক রাস্তা থেকে স্মৃতি ইরানি ফিরে যাওয়ায়। ঘড়ির মোড়ের মঞ্চ থেকে সকাল থেকে প্রচার চলছিল স্মৃতি ইরানি আসবেন ,সভা করবেন। তিনি এলেন কিন্তু সভা করলেন না। উল্লেখ্য, এই কর্মসূচিতে অনুপস্থিত হুগলি সাংগঠনিক জেলা বিজেপি সভাপতি গৌতম চট্টোপাধ্যায়। বিজেপি প্রার্থী সুবীর নাগ বলেন, 'স্মৃতির ইরানির অন্য কর্মসূচি থাকায় ফিরে যান। তবে কর্মীরা হতাশ স্মৃতি ইরানি ঘড়ির মোড়ের সভায় অনুপস্থিত হওয়ায়, অন্নপূর্ণা ভান্ডারের সূচনা করার কথা ছিল স্মৃতির। তিনি না থাকায় সেই সূচনা করেন সুবীর নাগ। বিজেপি ক্ষমতায় এলে মহিলারা তিন হাজার টাকা করে পাবে বলে ঘোষণা করা হয় বিজেপির তরফে।

নাকা চেকিংয়ে উদ্ধার লক্ষাধিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: এবারের ভোটে কোনওরকম নাশকতা থেকে এবং বাইরে থেকে অনুপ্রবেশকারীদের প্রবেশ নিয়ে সক্রিয় পুলিশ প্রশাসন। বুধবার দুপুর ১টা ৩০ মিনিট নাগাদ অন্ডালের চনচনি এলাকায় উখড়া ফাঁড়ির পুলিশ নাকা চেকিংয়ে সন্দেহবশত এক বাইক আরোহীকে দাঁড় করিয়ে চেক করে। তার কাছ থেকে উদ্ধার হয় ২ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা। ভোটের গাইডলাইন অনুযায়ী ভোটের দিন ঘোষণার পর থেকেই একসঙ্গে পঞ্চাশ হাজার টাকার বেশি কেউ বহন করতেপারবে না এমনই নির্দেশ রয়েছে। সেই নির্দেশ অমান্য করে এত টাকা নিয়ে কোথায় যাচ্ছিল তার সদুত্তর না মেলায় টাকাগুলি বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। সূত্র মারফত জানা যায় যে ব্যক্তির কাছ থেকে এত বিপুল পরিমাণ টাকা উদ্ধার হয়েছে তিনি দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের পাটশাওড়া গ্রামের বাসিন্দা। নাম প্রবীর চক্রবর্তী, পেশায় তিনি পোস্ট অফিসের এজেন্ট হিসেবে কাজ করেন। তিনি বলেন, পোস্ট অফিসের গ্রাহকদের টাকা একত্র করে তিনি নিয়ে যাচ্ছিলেন, অন্য কোন অভিসন্ধি তার নেই।

Format C-1

(*For candidate to publish in Newspaper, TV*)

Declaration about criminal cases

(As per the judgment dated 25th September, 2018 of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)

Name and Address of Candidate: **Mr. HAYDAR ALI MONDAL,** 2 Khastika Dutta and Chatterjee Para, P.O-Bankrahat, P.S-Bishnupur, Dist.-South 24 Parganas, Pin-743377

Name of Political Party: **AAM JANATA UNNAYAN PARTY**.

(Independent candidates should write "Independent" here)

Name of Election **:-WEST BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY ELECTION-2026**

*Name of Constituency: **79, PALASHIPARA ASSEMBLY**

I, **Mr. HAYDAR ALI MONDAL**, a candidate for the above mentioned election, declare for public information the following details about my criminal antecedents:

(A) Pending criminal cases

SL. No.	Name of Court	Case No. and Dated	Status of Case(s)	Section(s) of Acts. Concerned and brief description of offence(s)
1	Alipore Chief Judicial Magistrate	Bishnupur P.S. Case No.-699/2024, Dt. 06-09-2024	Pending	U/S 188/34 I.P.C & 4 OF Trees Act & 23 of W.B.P. Act. Disobedience to order duly promulgated by public servant and destroyed standing tress in violation of course order.

(B)Details about cases of conviction for criminal offences

SL. No.	Name of Court & date (s) of order (s)	Description of offence (s) & punishment imposed	Maximum Puishment imposed
1	NA	NA	NA

*In the case of election of Council of States or election to Legislative Council by MLAs, mention the election concerned in place of name constituency.

Format C-1

Declaration about criminal cases (*For candidate to publish in Newspaper, TV*)

(As per the judgment dated 25th September, 2018 of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)

Name and Address of Candidate: **Mr. NISITH KUMAR MALIK, VILL- HATKANDA, P.O.-HATGOBINDAPUR, P.S.-SAKTIGARH, Dist. PURBA BARDHAMAN, Pin-713407.**

Name of Political Party: **ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS**.

(Independent candidates should write "Independent" here)

Name of Election **:-WEST BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY ELECTION-2026**

*Name of Constituency: **266, BURDWAN UTTAR (SC) AC**

I, **Mr. NISITH KUMAR MALIK**, a candidate for the above mentioned election, declare for public information the following details about my criminal antecedents:

(A) Pending criminal cases

SL. No.	Name of Court	Case No. and Dated	Status of Case(s)	Section(s) of Acts. Concerned and brief description of offence(s)
1	Burdwan Chief Judicial Magistrate	Burdwan P.S. Case No 599/2014, Dt. 27-04-2014 Bearing C.S. 776/14	Pending	U/S 147/148/149/448/379/427/436 of I.P.C. Unlawful Assembly, Rioting, Mischief, House Trespass, theft, Mischief of explosive substance.
2	Burdwan Chief Judicial Magistrate	Burdwan P.S. Case No 657/2013, Dt.-06-03-2013 Bearing C.S. 657/13	Pending	U/S 341/323/325/379/34 of I.P.C. Wrongful Restraint, hurt and intimidation.
3	Burdwan Chief Judicial Magistrate	Burdwan P.S. Case No 704/2011, Dt. 25-09-2011	Pending	US 147/148/149/323/324/325/326 of I.P.C. Unlawful Assembly, Rioting, Wrongful restraint and hurt

(B)Details about cases of conviction for criminal offences

SL. No.	Name of Court & date (s) of order (s)	Description of offence (s) & punishment imposed	Maximum Puishment imposed
	1 to 3 NA	1 to 3 NA	1 to 3 NA

*In the case of election of Council of States or election to Legislative Council by MLAs, mention the election concerned in place of name constituency.

Format C-7

(for political parties to publish in the newspapers, social media platforms & website of the party)

Information regarding individuals with pending criminal cases, who have been selected as candidates, along with the reasons for such selection, as to why other individuals without criminal antecedents could not be selected as candidates.

(As per the Commission's directions issued in pursuance of the Order dated 13.02.2020 of the Hon'ble Supreme Court in contempt petition(C) no. 2192 of 2018 in WP(C) no. 536 of 2011)

Name of Political Party: BHARATIYA JANTA PARTY (BJP)

***Name of the Election:** GENERAL ELECTION TO THE LEGISLATIVE ASSEMBLY-2026, WEST BENGAL

Name of State/UT: WEST BENGAL

(1) Name of Constituency: 193, SAPTAGRAM ASSEMBLY CONSTITUENCY

Name of the candidate: SWARAJ GHOSH

Sl. No			
1.	Criminal antecedents		
	a.	Nature of the offences	Offences under IPC/SC&ST Act.
	b.	Case no.	1. Dhaniakhalia PS Case No. 276/2018 Dated 19.12.2018 U/S 341/323/354/448/354B/504/506/34 IPC and 3(1) of SC & ST (POA) Act 2. Singur P.S., Case No. 73/2012 G.R. 442/2012 U/S 466/467/468/469/420/120B IPC 3. Dadpur P.S., Case No, 221/2023 Dated 09.09.2023, G.R. 2539/2023 U/S-448/325/ 326/ 354/427/504/34 IPC 4. Dhaniakhali P.S, Case No. 225/2017 Dated 08.12.2017, G.R. 2415/2017 U/S 341/323/427/504/506/34 IPC/179
	c.	Name of the Court	1. Ld. 1st Additional Dist & Sessions Judge, Chinsurah at Hooghly 2. Ld. 2nd Judicial Magistrate, Chandannagar at Hooghly 3. Ld. 2nd Judicial Magistrate, Chinsurah 4. Ld. JM, Additional Court, Chinsurah at Hooghly.
	d.	Whether charges have been framed or not (Yes/No)	NO
	e.	Date of conviction, if any	N.A.
	f.	Details of punishments undergone, if any	N.A.
	g.	Any other information required to be given	NO
2.	The reasons for the selection of the candidate, Selection shall be with reference to the qualifications, achievements and merit of the candidate, and not mere winnability at the polls (not more than 100 words)		All the criminal cases registered against the candidate are politically motivated. The party inclined to choose him as a fit candidate for Legislative Assembly as he has longstanding association with the party. He has got a long time attachment in the social and cultural field in the constituency.
3.	Reason as to why other individuals without criminal antecedents could not be selected as candidates (not more than 100 words)		All the criminal cases registered against the candidate are politically motivated. The party inclined to choose him as a fit candidate for Legislative Assembly as he has longstanding association with the party. He has got a long time attachment in the social and cultural field in the constituency.

***In the case of election to Council of States or States or election to Legislative Council by MLAs, mention the election concerned in place of name of Constituency.**

Signature of office bearer of the Political Party

Shashi Agnihotri
State General Secretary
BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) WEST BENGAL

‘উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, স্বচ্ছ প্রশাসনের জন্য রাজনৈতিক পরিবর্তন জরুরি’

তাঁত শিল্পীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: আর মাত্র কয়েক দিন পরেই বাংলায় বিধানসভা নির্বাচন। ভোটের আগে বাংলায় এসে বাংলার উন্নয়নের জন্য পরিবর্তনের ডাক দিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। বুধবার পূর্ব বর্ধমানের কালনায় এসে তাঁতশিল্পীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তিনি। সরাসরি কথা বলেন তাঁদের সঙ্গে। একটা শাড়ি তৈরি করে কত টাকা তাঁরা মজুরি পান, সেই বিষয়টি জনতে চান তাঁত শিল্পীদের কাছে। উত্তরে তাঁত শিল্পীরা তাঁকে জানান যে, একটি শাড়ি তৈরি করতে অন্তত তিন মাস সময় লাগে। যার মজুরি ২৫ হাজার টাকা হয়। মজুরির কথা শুনে তাঁত শিল্পীদের তিনি সেই মজুরির টাকায় সোনা কেনার কথা বলেন। সোনা কেনার কথা শুনে শিল্পীরা তাঁকে জানান, ২৫ হাজার টাকাতে ঠিক করে সংসার চলেই না। তার উপরে সোনা কিভাবে তাঁরা কিনবেন। বেশ কিছু কথাবার্তার পর সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে নির্মলা সিতারমন পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, আইন-শৃঙ্খলা এবং শিল্পোন্নয়ন নিয়ে রাজ্য সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন। মন্ত্রী দাবি করেন, ‘ভারতীয় জনতা পার্টি ক্ষমতায় এলে রাজ্যের আর্থিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন সম্ভব।’ তাঁর অভিযোগ, বর্তমান তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলে সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে তাঁতশিল্পী ও চা শ্রমিকরা কোনও বাস্তব সুবিধা পাচ্ছেন না। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গত কয়েক বছর ধরে চা বাগান শ্রমিকদের জন্য আর্থিক সাহায্য দিচ্ছেন। অসমে সেই টাকা দিয়ে উন্নয়নমূলক কাজ হলেও, পশ্চিমবঙ্গে সেই সুবিধা পৌঁছাচ্ছে না।’ রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন সীতারামন। তাঁর অভিযোগ,

রাজ্যে ‘সিন্ডিকেট রাজ’ চলছে এবং সাধারণ মানুষ বিশেষ করে মহিলারা হুমকির মুখে রয়েছেন। আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন। রাজ্যে মহিলাদের কোনো সুরক্ষা নেই। তিনি বলেন, ‘বাম আমলের খারাপ প্রভাব এখনও রাজ্যে বজায় রয়েছে।’ রান্নার গ্যাসের কৃত্রিম সংকট বা কালোবাজারি নিয়ে সতর্কবার্তা দেন তিনি। জানান, ‘প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং-এর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রীগোষ্ঠী গ্যাসের সঙ্কট ও কালোবাজারি নিয়ে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করছে। বহু বছর ধরে প্রতিশ্রুতি থাকলেও মহিলা সংরক্ষণ বিল বাস্তবায়ন হয়নি। তবে মোদী সরকার তা কার্যকর করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।’ একইসঙ্গে শিল্প ও বিনিয়োগ নিয়ে কটাক্ষ করে বলেন, ‘বিশ্ববঙ্গ শিল্প সম্মেলন’-এ বড় বিনিয়োগকারীর বদলে শুধুই চিত্রতারকাদের উপস্থিতি দেখা যায়, যা বাস্তব উন্নয়নের ছবি নয়।’ সভা থেকে স্পষ্ট বার্তা দেন, ‘রাজ্যে উন্নয়ন, কর্মসংস্থান এবং স্বচ্ছ প্রশাসনের জন্য রাজনৈতিক পরিবর্তন জরুরি।’ যদিও এদিন সভা মঞ্চ থেকে তাঁত শিল্পীদের বিষয়ে কোনও কথাই বলেননি কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রী। যাকে নিয়ে তৃণমূলের দাবি, ‘অর্থ মন্ত্রী এসে তাঁত শিল্পীদের সঙ্গে দেখা করেন। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী তাঁতের দঁড়ি টানলেন, সেই ছবি তুলতেই কি এসেছিলেন? নাকি বাস্তবে তাদের নিয়ে তাঁর কোনও পরিকল্পনা আছে। সেটাই পরিষ্কার হল না। তবে শুধুই ছবি উঠল।’

লালগড়ে পরিবর্তনের ডাক বিজেপি প্রার্থীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: একদা মাওবাদী অধ্যুষিত লালগড় থেকে পরিবর্তনের ডাক দিলেন ঝাড়গ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী লক্ষ্মীকান্ত সাউ। বুধবার তিনি লালগড়ের বেলাটিকরি অঞ্চলের কানাইপাল-সহ একাধিক গ্রামে নির্বাচনী প্রচার করেন। বাড়ি বাড়ি গিয়ে গ্রামবাসীদের সাথে কথা বলে তাঁদের অভাব-অভিযোগ শোনেন।

প্রচারের ফাঁকে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দেগে বিজেপি প্রার্থী সাংবাদিকদের বলেন, ‘গ্রামের মানুষের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। ১৫ বছরের শাসনেও মানুষ নূন্যতম সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। বহু মানুষ আজও খড়ের ছাউনি কুঁড়েঘরে দিন কাটাচ্ছেন। বারবার আবেদন জানিয়েও তাঁরা আবাস যোজনায় ঘর পাননি।’ এদিন বিজেপি প্রার্থীকে সামনে পেয়ে গ্রামবাসীরা তাদের দীর্ঘদিনের সমস্যার কথা তুলে ধরে বলেন, সরকারিভাবে আজও বিশুদ্ধ পানীয় জলের কোনও ব্যবস্থা করা হয়নি। এই অঞ্চলের চাষিরা হিমঘরের অভাবে তাঁদের উৎপন্ন আলু ও অন্যান্য ফসল বাড়ির বারান্দায় ত্রিপল টাঙিয়ে রাখতে বাধ্য হচ্ছেন। তার ওপর ফসলের ন্যায্য মূল্য না পাওয়ায় তারা চরম আর্থিক সংকটে রয়েছেন। যুবকদের জন্য কাজের কোনও ব্যবস্থা নেই। এলাকার রাস্তাঘাটও চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। সংস্কারের কোনও ব্যবস্থা নেই। বিজেপি প্রার্থী তাঁদের আশ্বস্ত করে বলেন, ‘বিজেপি ক্ষমতায় এলে এই এলাকার খোলনলচে বদলে ফেলা হবে।’ তিনি প্রতিশ্রুতি দেন, যাদের মাথার ওপর ছাদ নেই, সরকারি আবাস যোজনায় তাদের দ্রুত পাকা বাড়ির ব্যবস্থা করা, কৃষকদের সুবিধার্থে এলাকায় হিমঘর গড়ে তোলা, পানীয় জলের সুব্যবস্থা এবং উন্নত রাস্তাঘাট তৈরি করা হবে। তিনি বলেন, ‘তৃণমূল মানুষকে কেবল প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, কিছু কাজ করেনি। এবার মানুষ পরিবর্তনের মুডে রয়েছে। আমরা ক্ষমতায় এলে লালগড়ের মানুষের মুখে হাসি ফোটাবই।’

তৃণমূলের মিছিলে হামলা, কাঠগড়ায় বিজেপি নেতা

পুলিশি হেনস্থার অভিযোগ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, ভাতার: পূর্ব বর্ধমানের ভাতার বিধানসভার মাহাতা অঞ্চলের রাই রামচন্দ্রপুর বানোগ্রামে যুব মোর্চার সভাপতি রঞ্জিত মালিকের উপর শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ। পাশাপাশি তাঁর মা ও স্ত্রীর উপরও পুরুষ পুলিশ দ্বারা অত্যাচারের অভিযোগ সামনে এসেছে।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়িয়ে পরে। ভাতার বিধানসভার ২ নম্বর মণ্ডল সভাপতি অরিন্দম ঘোষ অভিযোগ করেন, রঞ্জিত মালিককে পুলিশ ব্যাপকভাবে শারীরিক নির্যাতন করেছে। এমনকি তাঁর মা ও স্ত্রীকেও শারীরিকভাবে নিগ্রহ করা হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। অরিন্দম ঘোষের বক্তব্য অনুযায়ী, তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীর নামে মন্তব্যকে কেন্দ্র করে স্থানীয়দের সঙ্গে বচসা বাধে। সেই ঘটনার প্রতিবাদ করছিলেন রঞ্জিত মালিক। তাঁর দাবি, সেই কারণেই এই হামলার ঘটনা ঘটে। এদিকে, ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে সরব হয়েছে বিজেপি। দলের মুখপাত্র ডা. শান্তরূপ দে অভিযোগ করেন, ‘পুলিশ প্রশাসনের একাংশ তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ নিয়ে কাজ করছে। পুলিশের উচিত নিরপেক্ষভাবে কাজ করা। বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এর ফল ভবিষ্যতে ভোগ করতে হবে।’ তিনি আরও সতর্কবার্তা দিয়ে বলেন, ‘সময় থাকতে নিরপেক্ষতা বজায় রেখে কাজ করুন।’ ঘটনার বিষয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক বাগবুল ইসলাম বলেন, ‘ভাতার বিধানসভার, মাহাতা অঞ্চলের রামচন্দ্রপুর গ্রামের রঞ্জিত মালিক বিজেপি কর্মী গত কয়েকদিন আগে ওই এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের একটি মিছিলে হামলা করে। তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা আইন নিজেদের হাতে তুলে নেয়নি, তারা থানায় অভিযোগ দায়ের করে। এই অভিযোগের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ বা গ্রেপ্তার করতে গিয়েছিল, কিন্তু তারা বাধা দিয়েছে। পুলিশের কাজে বাধা দিলে, পুলিশ পুলিশের মত ব্যবস্থা তো নেবেই।’

ভোটের রঙে রক্তাক্ত সবুজ

আরামবাগে গাছে পেরেক ঠুকে পতাকা লাগানোর অভিযোগ

মহেশ্বর চক্রবর্তী

আরামবাগ: ভোট এলেই যেন নীরব প্রকৃতির ওপর নেমে আসে এক অদৃশ্য অত্যাচারের ছায়া। গণতন্ত্রের উৎসবকে ঘিরে যখন চারিদিকে রঙিন পতাকা, পোস্টার ও ব্যানারের জোয়ার, তখন সেই সাজসজ্জার ভার এসে পড়ে নিরীহ গাছেদের কাঁধে। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনও তার ব্যতিক্রম নয়। আরামবাগ মহকুমা জুড়ে প্রতিনিয়ত দেখা যাচ্ছে, রাস্তার ধারে সারি সারি গাছে লোহার পেরেক ঠুকে লাগানো হচ্ছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পতাকা, যা শুধু দৃশ্য দূষণই নয়, প্রকৃতির উপর এক নির্মম আঘাত বলেই মনে করছেন সচেতন মহল। বিশেষ করে কামারপুকুর-বদনগঞ্জ রোডের সাতবাড়িয়া, সুবীরচক, তারাহাট এবং তারাহাট থেকে রাঙামাটি পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় এই চিত্র প্রকট। গাছের গায়ে পেরেক ঠুকে পতাকা লাগানোর ফলে গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে, ক্ষত সৃষ্টি হচ্ছে কাণ্ডে, যা ভবিষ্যতে গাছের মৃত্যুর কারণও হয়ে দাঁড়াতে পারে। অভিযোগ উঠেছে, রাজনৈতিক মতাদর্শ ভিন্ন হলেও এই কাজের ক্ষেত্রে প্রায় সব দল সিপিএম, তৃণমূল কংগ্রেস, বিজেপি, সমানভাবে দায়ী।

এই প্রসঙ্গে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন আরামবাগের পরিচিত পরিবেশপ্রেমী ও ‘গাছ মাস্টার’ ভবানী প্রসাদ দাস। তিনি বলেন, ‘গাছ শুধু একটি জীব নয়, আমাদের প্রাণের আধার। আমরা যে অক্সিজেন নিই, যে ছায়ায় বাঁচি, সেই গাছের গায়ে পেরেক ঠুকে তাঁকে যন্ত্রণা দেওয়া একপ্রকার পাপ। ভোট আসবে যাবে, কিন্তু প্রকৃতির ক্ষতি পূরণ করা যায় না। আমি সকল রাজনৈতিক দলকে কাতর আবেদন জানাই,দয়া করে গাছকে ব্যবহার করবেন না, তাদের বাঁচতে দিন।’

স্থানীয় আরেক গাছপ্রেমী অরিন্দম মল্লিক বলেন, ‘আমরা ছোটবেলা থেকে শিখেছি গাছ আমাদের বন্ধু। কিন্তু এখন দেখি সেই বন্ধুকেই আঘাত করা হচ্ছে। এই ধরনের কাজ শুধু পরিবেশের ক্ষতি করছে না, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যও বিপদ ডেকে আনছে। প্রশাসনের উচিত এবিষয়ে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া।’ একই সুরে কথা বলেছেন এলাকার বাসিন্দা ও পরিবেশ সচেতন গৃহবধূ মধুমিতা চক্রবর্তী। তাঁর কথায়, ‘রাস্তার পাশে সুন্দর সবুজ গাছগুলো এখন পেরেকে ভরা। দেখতে খুব খারাপ লাগে, কষ্টও হয়। আমরা চাই রাজনৈতিক প্রচার হোক, কিন্তু তা যেন গাছের ক্ষতি করে না হয়। বিকল্প উপায় নিশ্চয়ই আছে।’ বিশেষজ্ঞদের মতে, গাছে পেরেক ঠোকার ফলে গাছের অভ্যন্তরীণ টিস্যু ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যা সংক্রমণের পথ খুলে দেয় এবং ধীরে ধীরে গাছকে দুর্বল করে তোলে। ফলে দীর্ঘমেয়াদে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা বাড়ে। সবমিলিয়ে গণতন্ত্রের উৎসবকে ঘিরে যখন চারিদিকে উদ্দীপনা, তখন প্রকৃতির এই নীরব আর্তনাদ যেন আমাদের বিবেককে নাড়া দেয়। সচেতন নাগরিকদের একটাই আবেদন, ‘রাজনৈতিক প্রচার হোক, কিন্তু তা যেন প্রকৃতির বিনাশ ডেকে না আনে। কারণ গাছ বাঁচলেই বাঁচবে মানুষ, বাঁচবে আগামী পৃথিবী।’

কোকওভেন থানার সামনে বিজেপির প্রতিবাদ, বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: ধুন্ধুমারকাণ্ড দুর্গাপুরের কোকওভেন থানার সামনে। থানার গেট ঠেলে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা উত্তেজিত বিজেপি কর্মী, সমর্থকদের। বিজেপি কর্মীদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে দুর্গাপুর পশ্চিমের বিজেপি প্রার্থী লক্ষ্মণ চন্দ্র ঘোড়ুইয়ের নেতৃত্বে বুধবার মাঝরাতে তুমুল বিক্ষোভ কোকওভেন থানার সামনে। পুলিশকে ঘিরে ধরে দফায় দফায় চলে বিক্ষোভ, থানার সামনে বসে পড়ে শুরু হয় আন্দোলন। থানার মূল গেট ঠেলে ঢোকার চেষ্টা করেন বিজেপি কর্মী, সমর্থকদের। পরিস্থিতি সামলাতে*নামানো হয় কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের।

উল্লেখ্য, রবিবার রাতে বাঁকুড়া মোড়ের কাছে তৃণমূল ও বিজেপি কর্মীদের মধ্যে দু’এক কথা হতে হতে সংঘর্ষ বেঁধে যায়। ঘটনায় দুই পক্ষের দু’জন গুরুতর জখম হয়ে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি হয়। তদন্তে নেমে পুলিশ দুই দলের তিনজনকে মঙ্গলবার গ্রেপ্তার করে। আর এই ঘটনার প্রতিবাদে বুধবার মাঝরাতে তুমুল বিক্ষোভ শুরু হয় কোকওভেন থানার সামনে। অবিলম্বে বিজেপির কর্মীদের ছেড়ে দেওয়ার দাবিতে দুর্গাপুর পশ্চিমের বিজেপি প্রার্থী লক্ষ্মণ চন্দ্র ঘোড়ুইয়ের নেতৃত্বে কোকওভেন থানার সামনে বসে পড়ে বিক্ষোভ শুরু করে দেয় বিজেপি কর্মী সমর্থকরা, চলে স্লোগান। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি ছিল অবিলম্বে মূল অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করতে হবে, আর বিজেপি কর্মীদের ছেড়ে দিতে হবে। কোকওভেন থানার আধিকারিক বিজয় দলপতি আন্দোলনকারীদের বোঝাতে এলে তাঁকে ঘিরে ধরে শুরু হয় বিক্ষোভ। প্রায় ঘণ্টা দুয়েক চলে বিক্ষোভ। থানার বাইরের গেট ঠেলে মূল গেটের সামনে চলে এসে শুরু হয় বিজেপি যুব নেতা পারিজাত গাঙ্গুলির নেতৃত্বে তুমুল বিক্ষোভ।

স্মৃতির আলোয় সম্মানের উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন, কোচবিহার: সম্প্রতি আমবাড়ি ধনিরাম উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সুবর্ণজয়ন্তীর সমাপনী উৎসব ২০২৬-এর মঞ্চে অনুষ্ঠিত হল স্বর্গীয় বিনয় কৃষ্ণ দত্ত ও শান্তিরঞ্জন দাস স্মৃতি পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান। যেখানে পুরস্কার তুলে দেন শিক্ষারত্ন সম্মানপ্রাপ্ত ডঃ আশুতোষ দত্ত ও শিক্ষিকা সংগীতা দাস। পদ্মশ্রীপ্রাপ্ত প্রফেসর ডঃ মহেন্দ্রনাথ রায়ের অনুপ্রেরণায় ডঃ আশুতোষ দত্ত ২০২২ সালে তাঁর প্রয়াত পিতা স্বর্গীয় বিনয় কৃষ্ণ দত্তের স্মৃতিতে এই সম্মাননার সূচনা করেন। পরবর্তীতে সংগীতা দাস ২০২৩ সাল থেকে যুক্ত হলে পুরস্কারটির বর্তমান নামকরণ হয়। এই উদ্যোগে শিক্ষারত্ন পুরস্কারের অর্থ সংরক্ষণ করে তার সুদ ও অতিরিক্ত অর্থ সংযোজনের মাধ্যমে প্রতিবছর বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, সমাজের গুণীজন এবং মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের সম্মানিত করা হয়। এ বছরও পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির গত শিক্ষাবর্ষে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারী পড়ুয়াদের পাশাপাশি শিক্ষক শুভজিৎ তরফদার ও জয়শ্রী দত্ত এবং রেডিও কোচবিহারের টেকনিক্যাল ও অপারেশনাল ইনচার্জ দুর্গা চ্যাটার্জীকে সম্মাননা জানানো হয়। যা বিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যে শিক্ষার মূল্যবোধ ও সম্মানের বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করে তুলেছে।

তপশিলি-আবেগে বিহ্বল বিজেপি প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঘাটাল: চন্দ্রকোনা বিধানসভার ক্ষীরপাইয়ে তপশিলি জাতি মোর্চার এক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আবেগে ভেঙে পড়লেন চন্দ্রকোনা বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী সুকান্ত দোলুই। সভামঞ্চে দাঁড়িয়ে তপশিলি জাতি সম্প্রদায় ও চাষিদের দুরবস্থার কথা বলতে গিয়ে তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন। বক্তব্যে তিনি বলেন, ‘আমি রাজনীতি করতে আসিনি, মানুষের হৃদয়ে নিজের নাম লিখতে এসেছি।’ তপশিলি জাতি সম্প্রদায়ের উন্নয়নের ওপর জোর দিয়ে তিনি সকলের পাশে থাকার অঙ্গীকার করেন এবং করজোড়ে সমর্থন প্রার্থনা করেন। তিনি আরও বলেন, ‘দীর্ঘদিন ধরে তপশিলি মানুষজন রক্ত-ঘাম ঝরিয়েও তাদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।’ এসসি সম্প্রদায়ের উন্নয়নে কোনও সরকারই যথেষ্ট সদিচ্ছা দেখায় নি বলেও অভিযোগ তোলেন তিনি। সভামঞ্চ থেকেই তিনি আশ্বাস দেন, সুযোগ পেলে এই সম্প্রদায়ের সার্বিক উন্নয়নে কাজ করবেন এবং সবসময় মানুষের পাশে থাকবেন।

ঘাটালে তৃণমূলের প্রতিজ্ঞা স্তম্ভ উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঘাটাল: বুধবার পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে ঘাটাল বিধানসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রতিজ্ঞা স্তম্ভের উদ্বোধন করা হল। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শ্যামলী সর্দার। উদ্বোধনের মাধ্যমে ঘাটাল ব্লক-সহ বিধানসভা এলাকার ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নমূলক কাজের প্রতিশ্রুতি তুলে ধরা হয় সাধারণ মানুষের সামনে। দলীয় সূত্রে জানা যায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছেন, আগামী দিনে সরকার গঠন হলে দশটি মূল প্রকল্পের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হবে। তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী নির্বাচিত হলে ঘাটাল বিধানসভা এলাকায় সার্বিক উন্নয়নের পাশাপাশি যে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি করা হবে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বীরসিংহ গ্রামে কিষাণ বাজার তৈরি, মনোহরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কামারগেরিয়া ও লচিপুর এলাকায় কংক্রিটের রাস্তা নির্মাণ, দেওয়ানচক ১ এলাকায় সাহেবঘাটে সেতু নির্মাণ, শিলাবতী নদীর উপর দেওয়ানচক-২ নাড়াজোল সংযোগকারী বাংলার ঘাটে ব্রিজ, কাকিয়াড়া গ্রামে সিধু-কানুর মূর্তি স্থাপন। এই প্রতিজ্ঞা স্তম্ভের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে উন্নয়নের রূপরেখা তুলে ধরা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন দলীয় নেতৃত্ব। উপস্থিত ছিলেন দাসপুর-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুকুমার পাত্র, ঘাটাল পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি বিকাশ কর, ঘাটাল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দিলীপ মাজী সহ একাধিক নেতা-কর্মী।

রানিগঞ্জের বিজেপি প্রার্থীর প্রাক্তন স্ত্রীর তৃণমূলে যোগদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: রানিগঞ্জ বিধানসভায় যখন জোর কদমে চলছে নির্বাচনী প্রচার। ঠিক এই আবহে জোর চর্চা রানিগঞ্জ বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী পার্থ ঘোষের প্রাক্তন স্ত্রীর তৃণমূলে যোগদান নিয়ে। মঙ্গলবার বিকালে রানিগঞ্জের শিশুবাগান এলাকায় তৃণমূল প্রার্থী কালোবরণ মণ্ডলের হাত দিয়ে তৃণমূলে যোগদান করলেন বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী পার্থ ঘোষের প্রাক্তন স্ত্রী পাপড়ি সিনহা। পার্থবাবুর প্রাক্তন স্ত্রীর তৃণমূলে যোগদান মাত্রই খনি অঞ্চলের রাজনীতিতে পারদ চড়ল। অন্যদিকে, পার্থ বাবু এই অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, ‘হেরে যাবে বলেই কালো বাবু নোংরা খেলায় মেতেছেন।’ উল্লেখ্য, ২০০৭ জুন মাসে পার্থ ঘোষের পাপড়ি সিনহার সঙ্গে ডিভোর্স হয়। ২০১৫ সালে আবার তাঁর বিয়ে হয় এবং বর্তমানে বিবাহিত। এখন সুখী জীবন যাপন করছেন স্ত্রী ও দুই সন্তান নিয়ে।’ একদিকে দেখা যায়, বিজেপি প্রার্থীর প্রাক্তন স্ত্রী প্রকাশ্য জনসভায় তাঁর প্রাক্তন স্বামী ও তাঁর শ্বশুর বাড়ির অত্যাচারের কথা সামনে আনলেন। তিনি বলেন, তাঁর প্রাক্তন স্বামী ও তাঁর বাড়ির লোকজন তাঁকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করতেন, সে কারণেই তাঁর বিবাহ বিচ্ছেদ। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, এতদিন বিবাহ বিচ্ছেদ হওয়ার পর আজ কেন হঠাৎ প্রকাশ্যে এসে প্রাক্তন স্বামীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন মহিলা? বিজেপি প্রার্থী পার্থ ঘোষের দাবি, ‘২০০১ সালে বিবাহ বিচ্ছেদ হয় এবং সেটা আমার প্রাক্তন স্ত্রীর কারণেই হয়েছিল। তার সমস্ত প্রমাণ আমার কাছে আছে।’ এছাড়া বিজেপি প্রার্থী আরও জানান,

‘একটা ঘৃণ্য রাজনীতিতে নেমেছে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূল প্রার্থী কালোবরণ মণ্ডল। কেননা তিনি বুঝতে পেরেছেন হেরে যাবেন।’ পাশাপাশি কালোবরণ মণ্ডলের বিরুদ্ধে হুমকির সুরে তিনি বলেন, ‘কালো বাবুর বহু কার্যকলাপের এমন তথ্য আমার কাছে আছে, যেটা প্রকাশ করলে তিনি মুখ দেখাতে পারবেন না। প্রয়োজন হলে সেটাও প্রকাশ করা হবে।’

তৃণমূল প্রার্থীর বেফাঁস মন্তব্য, পূর্বস্থলীতে রাজনৈতিক তরজা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: তৃণমূল প্রার্থীর বেফাঁস মন্তব্য সামনে আসার পরই আসরে নেমেছে পদ্ম শিবিরের প্রার্থী। সেই নিয়ে কালনায় পূর্বস্থলী উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচনী লড়াইয়ে নতুন করে চড়ল রাজনৈতিক উত্তাপ। তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বসুন্ধরা গোস্বামীর একটি কর্মীসভায় করা মন্তব্যকে ঘিরে তৈরি হয়েছে বিতর্ক, যা ইতিমধ্যেই সমাজমাধ্যমে ভাইরাল। ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে শোনা যাচ্ছে, কর্মীদের উদ্দেশ্যে বসুন্ধরা গোস্বামী বলছেন, ‘দিদি আমাদের যাদের পাঠান, তাঁদের কোনও ব্যক্তিগত ক্ষমতা নেই। আমরা সবাই ল্যাম্পপোস্ট, একটাই পোস্ট। তিনি ধাঁতানি দিলেই সবকিছু একসঙ্গে ঝুরঝুর করে ভেঙে পড়ে যাবে।’ তাঁর এই মন্তব্য ঘিরেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। এই ইস্যুকে হাতিয়ার করে সরব হয়েছে বিজেপি। পূর্বস্থলী উত্তর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী গোপাল চট্টোপাধ্যায় কড়া ভাষায় পাল্টা আক্রমণ শানিয়ে বলেন, ‘উনি কথাটা ঠিকই বলেছেন, তবে এখন আর ল্যাম্পপোস্টও নেই।’ পাশাপাশি তিনি আরও অভিযোগ করেন, ‘বসুন্ধরা গোস্বামী নিজের সম্ভাব্য পরাজয়ের আশঙ্কা থেকেই এই ধরনের মন্তব্য করেছেন এবং সেই দায় এড়াতে মুখ্যমন্ত্রীর ওপর চাপানোর চেষ্টা করছেন।’

জঙ্গলমহলে ঘাসফুলের জমিতে পদ্মের উঁকি

চিত্ত মাহাতো

ঝাড়গ্রাম: ঝাড়গ্রাম জেলার চারটি বিধানসভা কেন্দ্রের অন্যতম কেন্দ্রটি হল বিনপুর। গত বিধানসভা নির্বাচনে এই (এসটি) কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী দেবনাথ হাঁসদা জিতেছিলেন প্রায় ৩৫ হাজার ভোটের ব্যবধানে। এবার সেই দেবনাথকে প্রার্থী না করে তৃণমূল প্রার্থী করেছে বিরবাহা হাঁসদাকে। গতবার ঝাড়গ্রাম কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়ে রাজ্য সরকারের বন প্রতিমন্ত্রী হন বিরবাহা। ঝাড়গ্রাম কেন্দ্র থেকে সরিয়ে তাঁকে বিনপুর কেন্দ্রে মনোনয়ন দেওয়ায় এবং দেবনাথ হাঁসদাকে প্রার্থী না করায় দলেরই একটি অংশ নির্বাচনী ময়দান থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়েছেন বলে অভিযোগ। ফলে, গত নির্বাচনে ৩৫ হাজার ভোটের ব্যবধানে জেতা এই কেন্দ্রে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের মুখে পড়তে হয়েছে বিরবাহাকে। যদিও জেতার বিষয়ে তিনি কোনও সংশয় রাখছেন না বলে জানিয়েছেন।

বিনপুর কেন্দ্রে বিরবাহার মূল প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির ডাঃ প্রণত টুডু। তরুণ এই চিকিৎসক সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এই বিধানসভা কেন্দ্রের বেলপাহাড়ি ও জামবনি ব্লক দুটিতে ঝড়ো প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন। বাম আমলে বিনপুর বিধানসভা কেন্দ্রে দশ বছর ধরে বিধায়ক ছিলেন তৃণমূল প্রার্থী বিরবাহার বাবা তথা ঝাড়খণ্ড পার্টি নরেনের প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত নরেন হাঁসদা। নরেনবাবু মারা যাওয়ার পর এই কেন্দ্র থেকে ঝাড়খণ্ড পার্টির টিকিটে নির্বাচিত হন তাঁর স্ত্রী অর্থাৎ বীরবাহার মা চুনিবালা হাঁসদা। ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে চুনিবালা হেরে যান সিপিএম প্রার্থী দিবাকর হাঁসদার কাছে। তারপর থেকেই জঙ্গলমহল থেকে মুছে যেতে থাকে নরেন হাঁসদার প্রতিষ্ঠিত ঝাড়খণ্ড পার্টি। বন্ধ হয়ে যায় পার্টি অফিসগুলি। কিন্তু নরেন বাবুর আন্দোলনের বহু সঙ্গী সাথী এখনও জঙ্গলমহলের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছেন। ঝাড়খণ্ড পার্টির উত্তরসূরী হিসেবে পার্টিকে কোনও রকম টিকিয়ে রাখার চেষ্টা না করে শুধুমাত্র ক্ষমতার লোভে বিরবাহা তৃণমূলের খাতায় নাম লিখিয়ে ঝাড়খণ্ড পার্টিকে ইচ্ছাকৃতভাবে মুছে ফেলেছে, এই অভিযোগ তুলে ঝাড়খণ্ড পার্টির সেই সব নেতা কর্মীরা তৃণমূলের থেকে মুখ ফিরিয়েছেন। অনেকেই সরাসরি বিজেপি প্রার্থী প্রণত টুডুকে সমর্থন করতে এগিয়ে এসেছেন। আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দিয়েছেন গেরুয়া শিবিরে। ফলে তৃণমূলকে বিজেপি প্রার্থীর লড়াই দেওয়ার সম্ভাবনা জোরদার হয়েছে। জঙ্গলমহলের আদিবাসী প্রধান যে সমস্ত গ্রামে এতদিন বিজেপির পতাকা উড়তে দেখা যায়নি, সেই সমস্ত প্রতিটি গ্রামেই উড়ছে গেরুয়া পতাকা। এর ফলেই প্রমাদ গোনা শুরু হয়েছে শাসক শিবিরে। আদিবাসী জনজাতির একটি বড় অংশের পদ্ম শিবিরের দিকে ঝোঁক বিজেপিকে আশ্বস্ত করছে বলে রাজনৈতিক মহল মনে করছে। আর এই জন্যই জিততে মরিয়া হয়ে উঠেছেন বিজেপির ডাঃ প্রণত টুডু। সম্প্রতি বেলপাহাড়ি ব্লকের এড়গোদা পঞ্চায়েত এলাকার আশাকাঁথি, রঘুনাথপুর, এড়গোদা, জয়পুর সহ বিভিন্ন গ্রামে জনসংযোগ কর্মসূচি চালাচ্ছিলেন তিনি। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর তিনি জানালেন, ‘জয়ের বিষয়ে আমি ১০০ শতাংশ আশাবাদী। দলের সমস্ত কর্মীরা রাত দিন এক করে খেটে চলেছি। এবার জয় আমাদের হবেই।’ বিনপুরে তৃণমূল প্রার্থীর প্রচারের হাতিয়ার দিদির ‘উন্নয়নের পাঁচালী’। আর বিজেপি প্রার্থীর পাল্টা হাতিয়ার ‘সংকল্প পত্র’। দেখা যাক, জনতা জনার্দন উন্নয়নের পাঁচালীকে গ্রহণ করেন, নাকি সংকল্প পত্র? ৪মে দুপুর নাগাদ সেই উত্তর পাওয়া যাবে।

‘মহিলা সংরক্ষণ বিল যুগান্তকারী পদক্ষেপ’

মোদীকে চিঠি লিখে প্রশংসা দেশের প্রথম মহিলা রাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি, ১৫ এপ্রিল: মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশ করাতে বিশেষ অধিবেশন ডেকেছে মোদী সরকার। বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হবে সেই অধিবেশন। তার আগে বুধবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি লিখে ‘নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম’ (মহিলা সংরক্ষণ বিল)-এর প্রশংসা করলেন দেশের প্রথম মহিলা রাষ্ট্রপতি প্রতিভা পাটিল। ভারতের গণতান্ত্রিক কাঠামোতে নারীর প্রতিনিধিত্ব জোরদার করার পথে বিলটিকে যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে অভিহিত করলেন তিনি।

উল্লেখ্য, মহিলা সংরক্ষণ বিল দ্রুত অনুমোদনের ডাক দিয়ে নারী শক্তিকে খোলা চিঠি লিখেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও। এক্স পোস্টে দেশের ‘নারী শক্তি’-র উদ্দেশে সেই চিঠিতে তিনি মন্তব্য করেছেন, দেশের কন্যাদের অনন্তকাল অপেক্ষা করিয়ে রাখা যাবে না! আমাদের পরিষদীয় ক্ষেত্রে মহিলাদের কণ্ঠস্বর শক্তিশালী হলে দেশের গণতন্ত্রের কণ্ঠস্বরও আরও মজবুত হবে।

মোদীকে লেখা চিঠিতে প্রতিভা লিখেছেন, ‘নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম-এর মতো ঐতিহাসিক উদ্যোগের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। যুগান্তকারী সাংবিধানিক সংশোধন আইন প্রণয়নকারী সংস্থাগুলিতে নারীদের বৃহত্তর প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত

করার মাধ্যমে ভারতের গণতান্ত্রিক কাঠামোকে শক্তিশালী করবে। এই সংশোধন কেবল একটি আইনি বিধান নয়, এটি লিঙ্গ সমতার পথে এককদম। অন্তর্ভুক্তিমূলক শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা। একটি শক্তিশালী এবং অধিক প্রগতিশীল ভারত গড়ার সম্মিলিত সংকল্প।’

২০২৩ সালে ‘নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম’ বিল পাশ হয়েছিল সংসদে। বিলে উল্লেখিত ছিল, মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষিত থাকবে। সেখানে আরও বলা হয়েছিল, জনগণনার পরে আসন পুনর্বিন্যাস করা হবে। তারপর ওই আসনের ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষিত রাখা হবে মহিলাদের জন্য। কিন্তু এখন কেন্দ্র আর জনগণনার অপেক্ষা করছে না। মোদী সরকার চাইছে, ২০১১ সালের জনগণনার ভিত্তিতে আসন পুনর্বিন্যাস করা হবে। সেই পুনর্বিন্যাসের ভিত্তিতেই মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষিত করা হবে। এই বিলের প্রশংসা করেছেন প্রতিভা পাটিল।

বিহারের ২৪তম মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ সম্রাট চৌধুরীর

পাটনা, ১৫ এপ্রিল: বিহারের প্রথম বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী হলেন সম্রাট চৌধুরী। অতীত হয়ে গেল নীতীশ কুমার জমানা। বাংলার প্রতিবেশী রাজ্যের ২৪তম মুখ্যমন্ত্রী হলেন সম্রাট। রাজ্যপাল সৈয়দ আতা হাসনাইন পাটনার লোক ভবনে তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান।

হিন্দি বলয়ের রাজ্য উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, ছত্তিশগড়, উত্তরাখণ্ড এবং হরিয়ানায়াতে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী ছিলই। এবার সেই তালিকায় জুড়ল বিহারের নাম। সম্রাট চৌধুরীই যে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন, মঙ্গলবার সেকথা জানান বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অন্যতম নেতা এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ চৌহান। মঙ্গলবারই সকালে আনুষ্ঠানিক ভাবে বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর পদ ছাড়েন নীতীশ কুমার। যিনি বর্তমান সংসদে রাজ্যসভার সদস্য। বিহারের দীর্ঘতম সময়ের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করেন, ‘এখন থেকে নতুন সরকার বিহারের কাজ দেখভাল করবে। নতুন সরকার আমার পূর্ণ সমর্থন এবং পরামর্শ পাবে।’

গত কয়েক বছর ধরেই শারীরিক ভাবে অসুস্থ নীতীশ। সেই কারণেই তিনি শপথ নেওয়ার মাস ছয়েকের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রিত্ব ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিলেন কি না, তা অবশ্য স্পষ্ট নয়। জেডিইউ নেতৃত্বের দাবি, নীতীশ মুখ্যমন্ত্রী পদে থাকুন বা না থাকুন বিহারের অগ্রগতির প্রতি তিনি সবসময়ই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। জেডিইউ-র কার্যনির্বাহী সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয়কুমার ঝা বলেন, ‘বিহারের ক্ষেত্রে আমরা এনডিএ-র সমর্থনে নীতীশ কুমারের নেতৃত্বে গত বিধানসভা ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছি। নতুন সরকার নীতীশজির নীতিগুলি অব্যাহত রাখবে। তাঁর নির্দেশনায় কাজ করবে। তিনি মুখ্যমন্ত্রী না থাকলেও, তাঁর মনোযোগ বিহারেই থাকবে। সংসদের অধিবেশনের জন্য শুধু দিল্লি যাবেন তিনি।’

ইরানের সঙ্গে আলোচনায় বসতে জোড়া শর্ত ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ১৫ এপ্রিল: ইরানের সঙ্গে ফের আলোচনায় বসতে রাজি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

তবে তার আগে বেঁধে দিয়েছেন দুই শর্ত। একইসঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্টের দাবি, আরও একটি শান্তি বৈঠক করতে তেহরানের তরফ থেকে বারবার অনুরোধ করা হয়েছিল। তাতে সাড়া দিয়েছে ওয়াশিংটন। আগামী দু’দিনের মধ্যে আবার আলোচনায় বসতে চলেছে দু’পক্ষ।

ইজরায়েলি সংবাদপত্র ‘হেয়মে’র প্রতিবেদন অনুযায়ী, দ্বিতীয় দফার আলোচনার আগে আমেরিকা প্রধানত দু’টি বিষয়ে নিশ্চয়তা চাইছে। প্রথমত, হরমুজ প্রণালীর মুক্তি এবং সেখানে অবাধ জাহাজ চলাচল। দ্বিতীয়ত, ইরানি প্রতিনিধিদলের হাতে চুক্তি চূড়ান্ত করার পূর্ণ ক্ষমতা। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ওয়াশিংটনের তরফে জানানো হয়েছে, আলোচনায় অংশ নিতে আসা ইরানি প্রতিনিধিদলের হাতে যাতে চুক্তি চূড়ান্ত করার পূর্ণ ক্ষমতা থাকে। বিশেষ করে, চুক্তিতে যেন ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পসের অনুমোদন থাকে।

প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, হরমুজ নিয়ে অনড় মার্কিন প্রেসিডেন্ট। ঘনিষ্ঠ মহলে তিনি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, ইরান যদি হরমুজে জাহাজ চলাচলে বাধা দেয়, তাহলে তাদের জাহাজগুলিও সেখানে চলাচল করতে দেওয়া হবে না। অন্যদিকে, ট্রাম্প চান এবারের আলোচনায় দু’পক্ষ সমাধানের রাস্তায় আসুক।

ট্রাম্পের মতে, তাদের অনুমোদন ছাড়া কোনও সমঝোতা কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা কম। এছাড়াও ইসলামাবাদে যদি কোনও সমঝোতা হয়, তাহলে তা যেন ইরানের সমস্ত শীর্ষ নেতৃত্বের সমর্থন পায়, সেই বিষয়টিও নিশ্চিত করতে চাইছে আমেরিকা। কারণ, অতীতে একাধিকবার আলোচনায় অগ্রগতি হলেও পরে অভ্যন্তরীণ মতবিরোধের কারণে তা ভেস্তে গিয়েছে।

এদিকে সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবারই সমাধানসূত্র খোঁজার জন্য ফের আলোচনার টেবিলে বসতে চলেছে আমেরিকা-ইরান। পাকিস্তানেই হবে সেই বৈঠক। দ্বিতীয়বার শান্তি বৈঠকে অংশ নেওয়ার জন্য ওয়াশিংটন এবং তেহরান দু’পক্ষই রাজি হয়ে গিয়েছে।

১৮০ জন নাবালিকাকে যৌন হেনস্থা, মহারাষ্ট্রে গ্রেপ্তার মিমের সদস্য

মুম্বই, ১৫ এপ্রিল: অন্তত ১৮০ জন নাবালিকাকে যৌন নিগ্রহের অভিযোগ উঠেছে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। তিনি ৩৫০টি অশ্লীল ভিডিয়ো তুলেছেন বলেও অভিযোগ। বিজেপি সাংসদের অভিযোগের ভিত্তিতে মহারাষ্ট্রের অমরাবতীতে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

ধৃত আয়াজ আসাদউদ্দিন ওয়াইসির দল এমআইএমআইএম-এর দপ্তরের কর্মী হিসাবে কাজ করতেন বলে দাবি। দলের মিছিলের ভিডিয়ো করে সমাজমাধ্যমে প্রকাশ করতেন। যদিও এই অভিযোগ প্রকাশ্যে আসার পরে সে সব ভিডিয়ো ডিলিট করা হয়েছে। পুলিশ এখন তদন্ত করছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত মহম্মদ আয়াজ ওরফে তনভির পারাতওয়াড়া শহরের বাসিন্দা। তিনি মেয়েদের ‘প্রেমের ফাঁদে’ ফেলতেন। তার পরে তাদের পুণে বা মুম্বইয়ে নিয়ে গিয়ে অশ্লীল ভিডিয়ো তুলতেন। পরে সেই ভিডিয়ো দেখিয়ে ব্ল্যাকমেল চলত বলে অভিযোগ। ভয় দেখিয়ে নাবালিকাদের যৌনকর্মী হতে বাধ্য করতেন বলেও অভিযোগ। কয়েকটি ভিডিয়ো অনলাইনে ছড়িয়ে পড়েছিল বলে জানিয়েছে পুলিশ।

অমরাবতীর পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) বিশাল আনন্দকে একটি স্মারকলিপি দেন রাজ্যসভার সাংসদ অনিল বোন্দে। তিনি সেখানে জানান, নাবালিকাদের সঙ্গে হোয়াট্সঅ্যাপ, স্ন্যাপচ্যাটের মাধ্যমে ভাব জমাতেন অভিযুক্ত।

ট্রাম্পের হুঁশিয়ারি উপেক্ষা করেই হরমুজ পেরোল ৮টি জাহাজ

ওয়াসিংটন, ১৫ এপ্রিল: হুঁশিয়ারি দিয়ে হরমুজ প্রণালীতে অবরোধ শুরু করেছে আমেরিকা। মঙ্গলবার ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের সেই পদক্ষেপ তেমন প্রভাব ফেলেনি জাহাজ চলাচলে। জাহাজ চলাচলের নথি দেখে এমনটাই বলছে রয়টার্স। তারা জানিয়েছে, মঙ্গলবার হরমুজ দিয়ে মোট আটটি জাহাজ পারাপার করেছে। তার মধ্যে তিনটি আবার ইরানের।

আমেরিকার সেন্ট্রাল কমান্ড এক্স অ্যাকাউন্টে জানিয়েছে, অবরোধের পরে প্রথম ২৪ ঘণ্টা হরমুজ দিয়ে কোনও জাহাজ পারাপার করেনি। ছ’টি জাহাজ মার্কিন সেনার নির্দেশ মেনে মুখ ফিরিয়ে আবার ইরানের বন্দরে ফিরে গিয়েছে। রয়টার্স জানিয়েছে, মঙ্গলবার যে তিনটি ইরানের জাহাজ হরমুজ পারাপার করেছে, তাদের কোনও সমস্যাতেই পড়তে হয়নি। কারণ, সেগুলির গন্তব্য ইরান ছিল না। আরও যে জাহাজগুলি পারাপার করেছে, তাদের মধ্যে একটি ট্যাঙ্কারের নাম হল ‘পিস গাল্ফ’। সেটি পানামার। ইরান থেকে পেট্রোরাসায়নিক নিয়ে সেটি আরব

আমিরশাহির বন্দরের উদ্দেশে রওনা হয়েছে। জাহাজের পণ্য এশিয়ার দেশে রপ্তানি করা হবে।

আমেরিকার অবরোধের পরেই আরও দু’টি ট্যাঙ্কার হরমুজ প্রণালী দিয়ে পারাপার করেছে। অবরোধের পরে প্রথম পারাপার করেছে ‘রিচ স্টারি’। তাতে ছিল মিথানল। আরব আমিরশাহি থেকে পণ্য তুলেছিল চিনা সংস্থার সেই জাহাজ। দ্বিতীয়টির নাম ‘মুরলিকিসান’। সেটি ইরাক থেকে জ্বালানি আনতে গিয়েছে। এর আগে রাশিয়া, ইরান থেকেও জ্বালানি এনেছে সেই জাহাজ।

সপ্তাহান্তে ইসলামাবাদে শান্তি বৈঠকে বসেছিল ইরান এবং আমেরিকা। তাতে রফাসূত্র অধরাই থেকেছে। তার পরেই রবিবার ট্রাম্প হরমুজ অবরোধ করে রাখবেন বলে ঘোষণা করেন। এর ফলে বিপাকে পড়ে পণ্যবাহী জাহাজগুলি। বিশেষত তেলবাহী জাহাজগুলি। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানের সঙ্গে আমেরিকা এবং ইজরায়েলের সংঘাতের আগে এই হরমুজ দিয়ে প্রতিদিন চলাচল করত অন্তত ১৩০টি জাহাজ। সংঘাত শুরু হওয়ার পরে হরমুজ অবরোধ করে রাখে তেহরান। তার পরে সেখান দিয়ে জাহাজ পারাপার অনেকটাই কমে গিয়েছে।

ময়দান

আগামী বছর নিজেদের মাঠেই ফের ফুটবল খেলবে ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি: বাংলা নববর্ষের প্রথম দিনে প্রথা মেনেই ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে অনুষ্ঠিত হল ঐতিহ্যবাহী বারপুজো। উপস্থিত ছিলেন ক্লাব কর্তারা, প্রাক্তন-বর্তমান খেলোয়াড়, কোচ এবং সমর্থকরা। তবে আগের বছরের তুলনায় এবারের আয়োজন ছিল কিছুটা ফিকে। ক্লাব সচিব রূপক সাহা পুজোর সংকল্প নেন, উপস্থিত ছিল মহিলা দল ও ডেভেলপমেন্ট টিম, অনুপস্থিত ছিলেন সিনিয়র দলের ফুটবলাররা। প্রাক্তনদের মধ্যে দেখা যায় আলোক মুখার্জি, মেহতাব হোসেন, রহিম নবি ও দীপঙ্কর রায়কে। শেষ মুহূর্তে হাজির হন হোসে রামিরেজ ব্যারেটো। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এআইএফএফ সভাপতি কল্যাণ চৌবে। বারপুজোর দিনেই শীর্ষ কর্মকর্তা দেবব্রত সরকার নতুন মরশুমের অধিনায়ক হিসেবে মহম্মদ রাকিব এবং সহ-অধিনায়ক হিসেবে লালচুংনুঙ্গার নাম ঘোষণা করেন। কর্তাদের দাবি, আগামী বছর নিজেদের মাঠেই ফের ফুটবল খেলবে ইস্টবেঙ্গল। কিছুটা ফিকে আয়োজন হলেও নতুন মরশুমে ঘুরে দাঁড়ানোর আশাবাদী লাল হলুদ শিবিরে।

ইস্টবেঙ্গল মাঠে বারপুজোয় শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকারের সঙ্গে সিএবির প্রাক্তন সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়, সিএবি অবজার্ভার কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত কুমার মল্লিক ও তপন আড্ডি।

বারপুজোয় নস্ট্যালজিয়া, নতুন স্বপ্নে মোহনবাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি: বারপুজোর দিন জমজমাট মোহনবাগান ক্লাব। সকাল ৯টা ৪০ মিনিটে প্রথা মেনে পুজোয় অংশ নেন সভাপতি দেবাশিস দত্ত, সচিব সৃঞ্জয় বসু, অধিনায়ক শুভাশিস বসু ও ফুটবলার মনবীর সিং। প্রচণ্ড গরমে ভিড় তুলনামূলক কম হলেও সমর্থকদের আবেগে ভাটা পড়েনি।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সংবর্ধনার মধ্য দিয়ে দিনটি আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অসীম কুমার রায়-সহ একাধিক ব্যক্তিত্বকে সংবর্ধনা জানানো হয়। পাশাপাশি হকি, ক্রিকেট ও অ্যাথলেটিক্সে নতুন স্পনসর পাওয়ার সুখবরও মিলেছে। হকি অ্যাকাডেমির পর এবার ক্রিকেট অ্যাকাডেমি তৈরির পরিকল্পনার কথা জানান সভাপতি দেবাশিস দত্ত। ক্লাবেই এই অ্যাকাডেমি গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ঐতিহ্য মেনে ভোগে লুচি - আলুবদম - ছোলার ডাল-পান্তুয়া-বোঁদের স্বাদে মিলনমেলায় পরিণত হয় মোহনবাগান।

TENDER NOTICE

Eligible Architectural Firms are hereby invited to submit Quotations for the Architectural & Structural Job i/c preparation of Soil exploration report (Drawings, Designing, Sanctioning of G+4 story building) in respect of plot no- AA-II B / 623 / MIG, Area 334.50 sqm, New Town Kolkata of Nazrul Cooperative Housing Society Ltd. The last date of submission of the quotation to Email Account: nazrulchs.limited@gmail.com (NAZRUL CHSDOT LIMITED @GMAILDOTCOM) is on 27/04/2026. The authority reserves the right to reject any tender without assigning any reason at any stage before issuing of work order.

Secretary, NCHS Ltd., Mobile:8416042680

সমীরা এনক্লেভ প্রাইভেট লিমিটেড
৬/১, দেবনাথ ব্যানার্জি লেন, গ্রাউন্ড ফ্লোর, রুম নং ১, হাওড়া-৭১১১০১ (পশ্চিমবঙ্গ)
CIN: U45200WB2007PTC114442
ফোন নং ৮৯৪৮৮ ৮৮৮৯৮
ইমেল আইডি: agarwalnits@gmail.com
কেন্দ্রীয় সরকার,কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট ভবন, ৬ষ্ঠ ফ্লোর, প্লট নং IIIF/১৬, ইন AA-IIIF, রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা- ৭০০১৩৫ সমক্ষে কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর সেকশন ১৩(৪) এবং কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪ এর রুল ৩০(৬)(ক) এর বিষয়ে
এবং
সমীরা এনক্লেভ প্রাইভেট লিমিটেড এর বিষয়ে, যার নিবন্ধিত কার্যালয় ৬/১, দেবনাথ ব্যানার্জী লেন, গ্রাউন্ড ফ্লোর, রুম নম্বর ১, হাওড়া, কলকাতা-৭১১১০২ (পশ্চিমবঙ্গ)-এ অবস্থিত
.....আবেদনকারী
এতদ্বারা সর্বসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানি প্রস্তাব করেছে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর সেকশন ১৩ এর অধীনে আবেদন করার, যাতে গত ০২রা এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত অতিরিক্ত সাধারণ সভায় পাস হওয়া বিশেষ রেজোলিউশন অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরেন্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশনে পরিবর্তনের নিশ্চিতকরণ পেয়ে, যা কোম্পানিকে তার নিবন্ধিত কার্যালয় **"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য"** থেকে **"উত্তর প্রদেশ রাজ্য"**-এ স্থানান্তর করতে সক্ষম করবে।
কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ের প্রস্তাবিত পরিবর্তনের দ্বারা কোনো ব্যক্তির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে, তিনি এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে চৌদ্দ দিনের মধ্যে আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয় (পূর্বাঞ্চল), কর্পোরেট ভবন, ষষ্ঠ ফ্লোর, প্লট নং IIIF/16, AA-IIIF-এ, রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা- ৭০০১৩৫ (পশ্চিমবঙ্গ)-এ তার স্বার্থের প্রকৃতি এবং আপত্তির কারণ উল্লেখ করে একটি হলফনামা সহ তার আপত্তি জমা দিতে পারেন বা জমা করানোর ব্যবস্থা করতে পারেন বা রেজিস্টার্ড ডাকযোগে পাঠাতে পারেন, এবং এর একটি অনুলিপি আবেদনকারী কোম্পানির নীচে উল্লিখিত ঠিকানায় নিবন্ধিত কার্যালয়ে পাঠাতে হবে:
সমীরা এনক্লেভ প্রাইভেট লিমিটেড
নিবন্ধিত কার্যালয়: ৬/১, দেবনাথ ব্যানার্জী লেন, গ্রাউন্ড ফ্লোর, রুম নম্বর ১, হাওড়া, কলকাতা-৭১১১০২ (পশ্চিমবঙ্গ)
ই-মেইল: agarwalnits@gmail.com
CIN: U45200WB2007PTC114442
সমীরা এনক্লেভ প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে এবং তার হয়ে আবেদনকারী
স্বা/-
তারিখ: ১৫.০৪.২০২৬ মনীশ কুমার আগরওয়াল
স্থান: কলকাতা ডিরেক্টর

হেরিটেজ টাই-আপ এলএলপি
৬/১, দেবনাথ ব্যানার্জি লেন, গ্রাউন্ড ফ্লোর, রুম নং ১, হাওড়া-৭১১১০১ (পশ্চিমবঙ্গ)
ইমেল- vishnusarthak@gmail.com
ফোন নং, ৯৯১৮৪৭৬৫৫৯ #LLPIN-AAY-7895
কেন্দ্রীয় সরকার রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সমক্ষে
লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ অ্যাক্ট , ২০০৮-এর সেকশন ১৩-এর উপ-সেকশন (৩) এবং লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ রুলস, ২০০৯ এর রুল ১৭-এর বিষয়ে
২০০৮-এর সেকশন ১৩ (৩)-এর বিষয়ে এবং ৬/১, দেবনাথ ব্যানার্জি লেন, গ্রাউন্ড ফ্লোর, রুম নং ১, হাওড়া-৭১১১০১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত-এ নিবন্ধিত কার্যালয় অবস্থিত হেরিটেজ টাই-আপ এলএলপি-এর বিষয়ে .....আবেদনকারী
এতদ্বারা সাধারণ জনগণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, এলএলপি তার নিবন্ধিত কার্যালয় "পশ্চিমবঙ্গ" রাজ্য থেকে পরিবর্তন করে "উত্তরপ্রদেশ" রাজ্যে স্থানান্তরের অনুমতি চেয়ে লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ অ্যাক্ট, ২০০৮-এর সেকশন ১৩ (৩) এর অধীনে পশ্চিমবঙ্গ রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজের কাছে একটি আবেদন করার প্রস্তাব রেখেছে। এলএলপি-র নিবন্ধিত কার্যালয়ের প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ফলে যে কোনও ব্যক্তির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে, তিনি এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে তাঁর স্বার্থের প্রকৃতি এবং আপত্তির কারণ উল্লেখ করে হলফনামা সহ তাঁর আপত্তি রেজিস্টার্ড ডাকযোগে রিজিওনাল ডিরেক্টর (ইস্টার্ন রিজিওন), কর্পোরেট ভবন, ৬ষ্ঠ ফ্লোর, প্লট নং, IIIF/16, ইন AA-IIIF, রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা-৭০০১৩৫ (পশ্চিমবঙ্গ)-এ প্রদান করতে পারেন বা প্রেরণের ব্যবস্থা করতে পারেন বা পাঠাতে পারেন এবং এর একটি অনুলিপি আবেদনকারী এলএলপি-কে তার নিবন্ধিত কার্যালয়ে উপরে উল্লিখিত ঠিকানায় পাঠাতে হবে।
হেরিটেজ টাই-আপ এলএলপি-এর পক্ষে ও জন্যে
স্বা/-
(মাহিমা রাস্তোগি)
তারিখ: ১৫.০৪.২০২৬ মনোনীত অংশীদার
স্থান: কলকাতা DIN: 09337548

ARAVALI HOUSING CO-OPERATIVE SOCIETY LTD.
Registration No. 106/RTAH/HIG of 2011 dated 24.05.2011
Registered Office at 26, Regent Park, Kolkata-700040
Election to the Board of Directors of the society is going to take place at the Co-operation Directorate, RATH Cell, WBHIDCO BHAWAN (Ground Floor) on 20.05.2026.
Members Details :

Name	Father's/Husband's Name	S.N. in M.R.	Admission Date
Tapas Sarkar & Shrita Sarkar	Sanatan Sarkar & Tapas Sarkar	10	21.02.2020
Vinod Kumar Tiwari	Bachan Tiwari	11	21.02.2020
Tapan Kumar Bhowmik & Sudeshna Bhowmik	Late Ekadashi Bhowmick & Tapan Kumar Bhowmick	12	21.02.2020
Sumita Samanta	Gopal Chandra Samanta	13	04.03.2022
Aritri Samaddar	Samiran Samaddar	14	04.03.2022
Tapan Kumar Bid & Pratima Bid	Madan Mohan Bid & Tapan Kumar Bid	15	04.03.2022
Souvik Brahma & Tapati Brahma	Mahadev Brahma	16	05.04.2023
Sourav Mondal & Mitali Mondal	Sanjib Mondal	17	05.04.2023

If anybody has objection can file objection on or before 22.04.2026, in any official day under Govt. of W.B. at WBHIDCO BHABAN (Ground Floor) between 12 Noon - 05.00 PM, before Gouranga Sengupta, CDO, Cooperation Directorate, RATH Cell & Assistant Returning Officer, Aravali Housing Co-operative Society Ltd.
By Order
10.04.2026 Sd/-
GOURANGA SENGUPTA
CDO & ARO, ARAVALI HCS Ltd.

Bata
বাটা ইন্ডিয়া লিমিটেড
CIN: L19201WB1931PLC007261
রেজিস্টার্ড অফিস: ২৭বি, ক্যামাক স্ট্রিট, ১ম ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০০১৬
টেলিফোন: +৯১ ৩৩ ২২৮৯ ৫৭৯৬ । ফ্যাক্স: +৯১ ৩৩ ২২৮৯ ৫৭৪৮
ই-মেইল: share.dept@bata.com । ওয়েবসাইট: www.bata.in
শেয়ার হস্তান্তরের জন্য বিশেষ উইন্ডো
৩০ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখের সেবি সার্কুলার নং HO/38/13/11 (2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 অনুযায়ী, কোম্পানি শেয়ার হস্তান্তরের অনুরোধ নতুন করে জমা দেওয়া/পুনরায় জমা দেওয়ার জন্য একটি বিশেষ উইন্ডোর সুবিধা প্রদান করেছে। এই বিশেষ উইন্ডোটি **ফেব্রুয়ারী ৫, ২০২৬ থেকে খোলা হয়েছে এবং ফেব্রুয়ারী ৪, ২০২৭ পর্যন্ত খোলা থাকবে, শুধুমাত্র সেইসব হস্তান্তরের অনুরোধের জন্য যেখানে শেয়ার হস্তান্তরের দলিল ১ এপ্রিল, ২০১৯-এর আগে সম্পাদিত হয়েছিল, তা ১ এপ্রিল, ২০১৯-এর আগে জমা দেওয়া হোক বা না হোক এবং আসল সিকিউরিটি সার্টিফিকেট লভ্য থাকুক না।** যোগ্য শেয়ারহোল্ডারগণ তাদের হস্তান্তরের অনুরোধের সাথে আসল সিকিউরিটি সার্টিফিকেট এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় নথি কোম্পানির রেজিস্ট্রার টু অ্যান ইস্যু অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (পূর্বতন লিঙ্ক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড), সি-১০১, ২৪৭ পার্ক, এল.বি.এস. মার্গ, বিক্রোলি (পশ্চিম), মুম্বাই, মহারাষ্ট্র ৪০০০৮৩, ফোন নং +৯১ ৮১০৮১১৬৭৬৭-এ জমা দিতে পারেন। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই শেয়ারগুলি বাধ্যতামূলকভাবে প্রাপকের কাছে শুধুমাত্র ডিম্যাট মোডে জমা করতে হবে এবং হস্তান্তরের নিবন্ধনের তারিখ থেকে এক বছরের জন্য লক-ইন পিরিয়ড বা মেয়াদের অধীনে থাকবে। এই সিকিউরিটিগুলি লক-ইন পিরিয়ড চলাকালীন স্থানান্তর/লিয়েন-মার্কড/বন্ধক রাখা যাবে না।
সক্ষম নিবেশক অভিযান
ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটি **১ এপ্রিল, ২০২৬ থেকে ৯ জুলাই, ২০২৬ পর্যন্ত** দ্বিতীয় ১০০ দিনের অভিযান "সক্ষম নিবেশক" শুরু করেছে যাতে সেইসব শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পৌঁছানো যায় যাদের লভ্যাংশ অবিক্রিত/অদাবিকৃত রয়ে গেছে এবং যাদের নো ইয়োর কাস্টমার (কেওয়াইসি)/অন্যান্য বিবরণ আপডেট করা হয়নি। এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে, কোম্পানির যে সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের লভ্যাংশ অবিক্রিত/অদাবিকৃত রয়েছে বা যাদের কেওয়াইসি বিবরণ আপডেট করা হয়নি, তাদের উপরে দেওয়া ঠিকানায় কোম্পানির আরটিএ -এর সাথে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। বিকল্পভাবে, স্বাক্ষরিত নথিগুলি investor.helpdesk@in.mpms.Mufg.com-এ ইমেল করা যেতে পারে।
বাটা ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
নীতিন বাগারিয়া
স্থান: গুরুগ্রাম কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স
তারিখ: ১৫ এপ্রিল, ২০২৬ অফিসার ও নোডাল অফিসার

শিক্ষার হাল ফেরাতে এবার এককাট্টা রাজ্যের বিরোধীরা

শুভাশিস বিশ্বাস

এক দশকের বেশি সময় ধরে যে নৈরাজ্য ও অনাচার এই রাজ্যে চলছে তা নিয়ে প্রতিবাদ কম হয়নি।কিন্তু যে ফল প্রসব হয়েছে তা একটি বিরাট আকারের অশ্বডিম্ব ছাড়া আর কিছুই নয়। আর এর জেরে এই সময়কালের ছাত্রছাত্রীদের প্রজন্ম এক ভয়াবহ ভবিষ্যতের দিকে ধাবিত। সঙ্গে এই এক দশকের বেশি সময় ধরে যে ক্ষতি হয়ে চলেছে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় তার মেরামতেরও কোনও দিশা নেই। প্রতিনিয়ত যেভাবে তলিয়ে চলেছে শিক্ষাব্যবস্থা তাতে ক্ষত ও ক্ষতিপূরণ হতে ঠিক কতটা সময় লাগবে তা পরিমাপ করা দুঃসাধ্যও বটে। খুব সত্যি বলতে শিক্ষা স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে সবচেয়ে অবহেলিত ক্ষেত্র। যে শিক্ষা জাতিগঠনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবলম্বন তাকে দলমতনির্বিশেষে শাসকশ্রেণি তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছে চিরকাল।

বস্তুত আমাদের রাজ্য দিয়েই গোটা দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সার্বিক ভগ্নদশার একটা পূর্ণাঙ্গ পরিস্থিতির হদিশ পাওয়া যায়। নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০, যা কিনা এ-দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে রসাতলে নিয়ে যাওয়ার অব্যর্থ অভিসন্ধি, তার সবচেয়ে সুচারু প্রণয়ন হচ্ছে আমাদেরই পশ্চিমবঙ্গে। এ-রাজ্যে ২০১১ সালের রাজনৈতিক পালাবদলের ইঙ্গিত যখন স্পষ্ট হয় ২০০৯-এর লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলে, তার আগে-পরেই শিক্ষাঙ্গনগুলো হয়ে ওঠে লাগামহীন নৈরাজ্য ও সন্ত্রাসের নিশানা।এই সন্ত্রাস এক প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায় ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসবার মাধ্যমে। শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী, অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা দিকে দিকে লাঞ্ছিত, নিপীড়িত হতে শুরু করলেন। আক্রান্ত হলেন শিক্ষাঙ্গনের বাকি দুই গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার শিক্ষাকর্মী ও ছাত্রছাত্রীরা। গণতন্ত্রের নিরঙ্কুশ জয়ের যে মহোৎসব মমতা বন্দোপাধ্যায় কার্যকর করলেন তার মধ্যে অন্যতম ছিল বিরোধীদের পার্টি অফিসগুলো দখল করে তিন-চার দিন ধরে এলাকাবাসীর রাতের ঘুম কেড়ে, অসুস্থ মানুষদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে লাউডস্পিকারে চড়ামচড়াম ঢাকের বাদ্যি শোনানো।তার মধ্যে লেখাপড়া নেই, কর্মসংস্থান নেই, বরং এক অবসাদের চোরাস্রোত যেন বয়ে চলেছে। আর এই অবসাদে ডুবে থাকা অগণিত তরুণদের নিয়ে বাইকবাহিনি গঠন করে এলাকায় এলাকায় তাণ্ডব করে বেড়ানো এবং অবাধে সন্ত্রাস ছড়ানো। গণতন্ত্রের এই মডেলই পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল রাজ্যের শিক্ষাঙ্গনগুলিতে।

তাই ক্ষমতায় আসার পর একদিকে যেমন বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর দফতরের দখল নেওয়া হল, অন্যদিকে শিক্ষাঙ্গনগুলোকেও কার্যত দখল করা হল শাসকদলের দুষ্কৃতীদের দিয়ে। প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সব নির্বাচিত পরিচালন সমিতি ভেঙে দিয়ে শাসকদলের মনোনীত প্রতিনিধিদের বসিয়ে দেওয়া হল। মমতা যে শাসনব্যবস্থা কায়েম করেন তার চালিকাশক্তি হিসেবে তিনি বেছে নিয়েছিলেন তা আদতে বাংলার কৃষ্টিকে কলুষিত করা। আর এই কৃষ্টিকে ধ্বংস করবার সহজতম রাস্তা হল শিক্ষাব্যবস্থাকে অচল করে দেওয়া। এই একটা অস্ত্রেই ঘায়েল হতে পারে রাজ্যে মানুষের সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে সন্ত্রাসের আবহে মুড়ে ফেলা হল। সুস্থ-স্বাভাবিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির পরিবেশ, স্বাধীন মত প্রকাশের সব পরিসর রুদ্ধ করা হল। এই দমবন্ধ করা পরিস্থিতিতেও দিব্যি রাজ করে গেলেন শাসকদলের কাছে আত্মসম্মান বিকিয়ে দেওয়া কিছু শিক্ষক, অধ্যক্ষ, উপাচার্য ও শিক্ষাকর্মী। এই আবহেই সারা রাজ্যে লাঞ্ছিত হলেন, নিপীড়িত, শারীরিকভাবে নিগৃহীত হয়ে চললেন বিপুল সংখ্যক শিক্ষক, অধ্যাপক, অধ্যক্ষ ও উপাচার্য।

আজ দীর্ঘ তেরো বছরেও এই পরিবেশ কাটল না। প্রতিবাদে মুখর হলেন না সাধারণ মানুষ, বুদ্ধিজীবী বা ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবককুল। এই আবহেই আরাবুল, মনিরুল, অনুব্রতর মতো বাহুবলীরা মহা-বাহুবলী হয়ে উঠলেন। আর এদেরকে সন্ত্রাসের অবাধ ছাড়পত্র দিয়ে তৃণমূল সুপ্রিমো এ-রাজ্যে গণতন্ত্রের অন্তর্জলিযাত্রাকে এক

উৎসবে পরিণত করেছেন। এই উৎসবের উপকরণ হল একের পর এক বিরোধী জনপ্রতিনিধিকে ভয় দেখিয়ে অথবা লোভ দেখিয়ে শাসকদলের পতাকা ধরিয়ে বিরোধী-শূন্য বিধানসভা গঠনের লক্ষ্যে এগোনো। এই উৎসবের উপকরণ হল বিরোধীদের ঘরছাড়া করা, তাঁদের নামে মিথ্যা মামলা দিয়ে তাঁদের রাতের ঘুম কেড়ে নেওয়া। কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রহসন হল এই যে, মাননীয়া এ-রাজ্যের নিরঙ্কুশ অংশের মানুষের স্বচ্ছ ভোটদানের মাধ্যমেই ক্ষমতায় এসেছিলেন। পাশাপাশি তৃণমূল সুপ্রিমো তাঁর দূরদর্শিতা দিয়ে এটাও বুঝতে পেরেছিলেন যে তিনি নিজের হাতযশে নয়, রাজ্যবাসী চৌত্রিশ বছরের শাসনের অবসান ঘটানোর প্রত্যয়ে এক নেগেটিভ ভোটে তাঁকে ক্ষমতায় এনেছেন। সেই কারণেই হয়তো গণতন্ত্র তাঁর পক্ষেও বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে এই আশঙ্কায় প্রথম থেকেই তিনি গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করে একনায়কত্বের দিকে ঝুঁকেছিলেন। এই একনায়কত্বকে নিশ্চিত করতে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থার উপর আক্রমণ নামিয়ে এনেছিলেন।

রাজ্য তথা সমগ্র দেশের এই শোচনীয় পরিস্থিতি থেকে মুক্তির দিশার কোনও আলোকবর্তিকা ধারেকাছেও নজরে আসছে না। গণতন্ত্রের উপর, শিক্ষাব্যবস্থার উপর এই নজিরবিহীন আক্রমণের মধ্যেও যে প্রতিবাদ যে আন্দোলন জারি আছে তার প্রতি সাহসী জনসমর্থন নেই। বরং যত রকমের নির্বাচন হচ্ছে তাতে এই বিরোধী শক্তি দুর্বল থেকে দুর্বলতর হচ্ছে। আর তার ফলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিক এখন আর চুরি, দুর্নীতি বা নৈরাজ্যে বিচলিত নয়। বর্তমান শাসকেরাই ফিরেফিরে আসছে ক্ষমতায়। এই শাসককুলের পূর্বে যে-কোনও শাসকদলের হিসেব চুকিয়ে দিত জনগণ বিগত দশ-বারো বছরের তুলনায় এক ভগ্নাংশ দুর্নীতি, নৈরাজ্য হলে। আর এখানেই তৈরি হয়েছে এক ধন্দ যে, ভোটাররা এত বদলে গেলেন কী করে? আর এখানে বিরোধীদের সেই তত্ত্বতেই হয়তো সিলমোহর পড়ছে যেখানে তারা বারবার দাবি করেছেন যে, নির্বাচন অস্বচ্ছ। এমনকী ইভিএম-এও কারচুপি হচ্ছে। যদি এ-কথা নির্ভরযোগ্য নয় বলেই ধরে নিই তাহলে কেন স্বৈরাচারী, নৈরাজ্যের প্রতিভু, দুর্নীতিগ্রস্ত শাসকদেরই ঘুরে ফিরে ক্ষমতায় রেখে দিচ্ছে জনগণ এই প্রশ্নটাই বারবার ঘুরে ফিরে আসছে। তাহলে এর পিছনে রহস্য কী তা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন। তবে ডোল পলিটিক্স অর্থাৎ গরিব ভোটারদের পুরুষ-নারী নির্বিশেষে কিছু দয়ার দান ছুড়ে দিয়ে ক্ষমতায় আসীন থাকা নিশ্চিত করা নাকি শাসককুলের সন্ত্রাসের কাছেই বশ মেনে, ভয়ে স্থিতাবস্থা বজায় রেখে চলেছেন নির্বাচকরা এ নিয়ে জল্পনা চলছেই। কিন্তু এতো কিছুর মাঝে চরম ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে দেশের। সঙ্গে সর্বনাশ হচ্ছে শিক্ষার।

এই আবহেই দাঁড়িয়ে আছে আমাদের রাজ্যের আজকের শিক্ষাব্যবস্থা। যেখানে দেশে শিক্ষার কোনও অভিমুখ নেই, দিশা নেই। এই সঙ্কটের বীজ তো নিশ্চয়ই নিহিত ছিল স্বাধীনতা-উত্তর ষাট বছরে। সবচেয়ে বড় দায় ছিল স্বাধীন ভারতের শাসকদের যারা পঞ্চাশ-ষাট বছর নির্বিবাদে দেশ শাসন করে গেছে। দুশো বছরের ঔপনিবেশিক শাসন থেকে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে স্বাধীনতা অর্জনের পর জাতিগঠনের প্রাথমিক কর্তব্যে উদাসীন থেকেছে তারা। বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন গঠন করে স্বাধীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার এক ইতিবাচক রূপরেখা রচনা করেও শিক্ষার জন্য দেশের মোট আয়ের যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে তা অপ্রতুল শুধু নয়; শিক্ষাব্যবস্থার অগ্রগতির পরিপন্থী। শিক্ষাখাতে কেন্দ্রীয় বরাদ্দের পরিমাণকে প্রয়োজনের তুলনায় নেহাতই সামান্য রাখা হয়েছিল। যা কিনা স্বাধীন ভারতের শাসককুলের এই অভিমুখ স্পষ্ট করে দিয়েছিল যে শিক্ষার অগ্রগতিকে সীমাবদ্ধ রাখা হবে নিরুপদ্রবে দেশ শাসন করবার স্বার্থে। প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিক্ষাখাতে কেন্দ্রীয় বরাদ্দের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭.৯, ৫.৮ এবং ৬.৯ শতাংশ। আর নবম পরিকল্পনায় এই বরাদ্দ নেমে আসে ৩.৫ শতাংশে।

ফলে সব মিলিয়ে শিক্ষাব্যবস্থা যে এক অপরিবর্তনীয় বিনাশের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আর ইতিমধ্যেই যে ক্ষতি সাধিত হয়েছে তা অপূরণীয়। এরপর এ-রাজ্যের আর এ-দেশের শিক্ষাব্যবস্থার কোনও ভবিষ্যৎ থাকবে না। ধর্মীয় বিভাজন-নির্ভর, সংস্কারাচ্ছন্ন বিজ্ঞানবিমুখ এক জাতি তৈরি করা হবে যাদের দেশে বা আন্তর্জাতিক দরবারে শিক্ষাজগতে বা কর্মসংস্থানে কোনও গ্রাহ্যতাই থাকবে না। দেশের অর্থনীতি তথা কর্মসংস্থানের অন্যতম অভিমুখ হিসেবে যুবসমাজের সামনে থাকবে ধর্মীয় বিভাজন, আর উগ্র জাতীয়তাবাদকে নিয়ে ব্যবসা করা। ঐতিহ্য, শিক্ষা-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-শিল্প-সংস্কৃতি সব তাৎপর্যহীন হয়ে যাবে সেই অন্য ভারতবর্ষে। আর সেই ক্ষেত্র যেন প্রস্তুত হয়ে চলেছে প্রতিনিয়ত। যেখানে শিক্ষা সংসদে হয়তো একটা জিরো আওয়ারেও আলোচিত হওয়ার পরিসর পায় না। যেখানে মিডিয়া শিক্ষাকে প্রকৃত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবার মতো সংবাদ হিসেবে পরিবেশন করবার কোনও দায় প্রায় অনুভব করে না। স্বাধীনতার পর পঁচাত্তর বছর পেরিয়েও যে দেশে শিক্ষাখাতে জিডিপির বরাদ্দ ন্যূনতম কাঙ্খিত লক্ষ্যের ধারেকাছে আসে না। পক্ষান্তরে দশকের পর দশক ধরে এদেশে পাবলিক ফান্ডেড এডুকেশনকে রুগ্ন থেকে রুগ্নতর করে বেসরকারিকরণের রাস্তা সুগম করেছে কমেবেশি সব সরকারই। একটা সময় ছিল, যখন পাবলিক ফান্ডেড এডুকেশন প্রান্তিক অঞ্চলের দুঃস্থ পরিবারের ছেলেমেয়েদের উচ্চশিক্ষায় অনেক দূর অবধি পৌঁছে দিতে সমর্থ ছিল। সরকারি আনুকূল্যে অনেক মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা তখন শিক্ষাগত উৎকর্ষের শিখরে উঠে দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছে; দেশবাসীও ধন্য হয়েছে, গর্বিত হয়েছে তাঁদের জন্য। আজ এই সুযোগ আর প্রান্তিক পরিবারের দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের নেই বললেই চলে।

আর এই গহন আঁধার থেকে রাজ্যবাসীকে মুক্তি দিতে চাইছে বিরোধী শিবির। কারণ, 'শিক্ষা জাতির যে জাতির মেরুদণ্ড' এই আপ্তবাক্য আমাদের ভুলে গেলে চলবে না। কারণ এটি একটি জাতিকে গড়ে তোলার, উন্নতির পথে এগিয়ে নেওয়ার মূল ভিত্তি। শিক্ষা মানুষকে জ্ঞান, দক্ষতা এবং মূল্যবোধ দিয়ে সজ্জিত করে। এটি একটি ব্যক্তিকে স্বাবলম্বী করে তোলে এবং সমাজে তার অবদান রাখার সুযোগ করে দেয়।

যাদুর কপালে ভোট দিয়ে যা, ভোট দিয়ে যা, আয় ভোটার আয়...

মালতীপুরের কংগ্রেস প্রার্থী মৌসম নূরের নির্বাচনী প্রচার।

প্রচারে বিধাননগর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী সুজিত বসু।

নির্বাচনী প্রচারে ভাটাপাড়ার বিজেপি প্রার্থী পবন সিং।

অশোকনগরে তৃণমূল প্রার্থী নারায়ণ গোস্বামীর সমর্থনে চলছে রোড-শো।

প্রচারে জোড়াসাঁকো কেন্দ্রের সিপিআইএম প্রার্থী ভরত রাম তেওয়ারী।

প্রচারে সোনারপুর দক্ষিণ কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রূপা গঙ্গোপাধ্যায়।